জ্ঞানের আলো

২৯ আশ্বিন ১৪২৪ বাংলা, ১৪ অক্টোবর ২০১৭ইং

পবিত্র খোশরোজ শরীফ সংখ্যা

"নেহী মিয়া ইয়ে আমকা দরখ্ত নেহী হ্যায়! বাবা আদম হ্যায়।
বহুত দিন তক্ মুন্তাজির খাড়া হ্যায়। ইছওয়াস্তে উচকা
চুতড় পর দু'কতরা পানি দিয়া"

- হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)

জ্ঞানের আলো

২৯ আশ্বিন ১৪২৪ বাংলা, ১৪ অক্টোবর ২০১৭ইং

পবিত্র খোশরোজ শরীফ সংখ্যা

"নেহী মিয়া ইয়ে আমকা দরখ্ত নেহী হ্যায়! বাবা আদম হ্যায়।
বহুত দিন তক্ মুন্তাজির খাড়া হ্যায়। ইছওয়াস্তে উচকা
চুতড় পর দু'কতরা পানি দিয়া"

- হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইয়ামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)

জ্ঞানের আলো

২৯ আশ্বিন ১৪২৪ বাংলা, ১৪ অক্টোবর ২০১৭ ইংরেজী

পবিত্র খোশরোজ শরীফ সংখ্যা

পৃষ্ঠপোষক

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম

আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সম্পাদক

নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

সম্পাদনা পরিষদ

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

শেখ মুহাম্মদ আলমগীর

সার্বিক সহযোগিতায়

আলহাজ্ব মওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী

মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনছুর

মওলানা মুহাম্মদ আলী আছগর

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

হুমায়ুন কবির চৌধুরী

সৈয়দ রুহুল কুদ্দুস আকবরী

শেখ শাকিল মাহমুদ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আবদুল মতিন

মোবাইল : ০১৭১১৮১৭২৭৪

প্রকাশের স্থান

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মোবাইল ঃ ০১৮১৯-২৮৯৭১৬।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১৮১৭২৭৪, ফ্যাক্স ঃ ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

E-mail : shahemdadia@yahoo.com

Website : maizbhandarsharif.com

শুভেচ্ছা মূল্য : **দশ টাকা মাত্র**

সূচীপত্র

❍ সম্পাদকীয়		০৪
❍ কুরআনের আলো	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী	০৫
❍ হাদিসের আলো	আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী	১০
❍ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শ্রেষ্ঠত্ব	আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী	১৩
❍ মানব চরিত্র গঠনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান	মওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী	১৬
❍ বাংলা সাহিত্যে নবী বন্দনা	আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান আল কাদেরী	২০
❍ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম	মওলানা এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ	২৬
❍ দেশী ফলের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা	হাসিনা আকতার লিপি	৩৬
❍ দীদারে এলাহী লাভে-	আব্দুল মতিন	৪৩
❍ সংগঠন সংবাদ		৪৭
❍ শোক সংবাদ		৫৫

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

· সম্পাদকীয় ·

বেলায়তের অমৃতধারা, মানবতার মলিনতা দূর করার ঐশী প্রাণ কেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রাণ পুরুষ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার জাহেরী বা ইহকালিন জীবিত অবস্থায় তাঁহার "ফয়জ" আধ্যাত্মিক উপকার প্রাপ্তির ফলে বহু কামেল অলী উল্লাহ্‌র আবির্ভাব দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কতেক ছুলুক প্রাধান্য গাউছিয়ত ধারায় এবং কতেক কুতুবিয়ত ভাবধারা প্রাধান্য মজ্জুবে ছালেক বা মজ্জুবে মাহাজ ও মাদার মশরব অলি উল্লাহ্ রূপে বিকাশ লাভ করেন। তাঁহার প্রীতিভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত কুতুবুল আক্‌তাব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রকাশ বাবাজান কেবলা কাবা কুতুবিয়ত ধারামতে মিশ্রিত মাদার মশরব সম্পন্ন কুতুবুল আক্‌তাব, মগ্‌লুবুল হাল, বিভোর চিত্ত, কথা পরিত্যক্ত ভাষাভুলা কামেল অলিউল্লাহ, ছুলুক পরিত্যজ্য জজ্‌বাতী হাল বা অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। যাহার ফলে তিনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর প্রতি পতঙ্গতুল্য আশেক ছিলেন। তিনিও তাঁহাকে অত্যন্ত আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতির নজরে দেখিতেন- কোন কোন সময় তাঁহার প্রতি জজ্‌বাতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বলিতেন- "ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি। তাঁহাকে আমার একটি চক্ষু দিয়া দিয়াছি।" তাঁহার শরাফতের কারণে স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ২৯শে আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) গাউছিয়ত ধারামতে ছুলক প্রাধান্য অবস্থানের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া অনেক মূল্যবান গ্রন্থসমুহ রচনা করিয়া হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পরিচয় দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে গমন পূর্বক পীরে তরীকতের কার্যক্রম বা ছায়ের বা ছায়ের পীরি করেন নাই বিধায় এই মহান তরীকতের ছিলছিলার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সর্বস্তরের লোকজনের অবহিত হওয়ার সুযোগ কম। সুতরাং তরীকায় দাখেল হওয়ার সুবিধার্থে, তরীকতের ছিলছিলার ধারাবাহিকতার পরিচিতি তুলিয়া ধরিয়া অনুকরণ অনুশীলনের মাধ্যমে মানব ও মানবতার কল্যাণে "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" কে নিবেদিত তরীকতি সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত "মানব সভ্যতা" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন– "অত্র বাইটি আমার জীবন সায়াহ্নে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" সমাজ সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়ন মূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে "হানেফী মজহাব" এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেই ভাবে কামেল অলী উল্লাহ্‌র নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর "সাজ্জাদানশীন" সাব্যস্ত, তদ্‌মতে আমার ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে "সাজ্জাদানশীন" মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।" তাঁহার এই মহান আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফত সুরক্ষায় তাঁহার মনোনীত রুহী ওয়ারেছ, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, আবুল মোকার্‌রম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেব "জ্ঞানের আলো" নামক ম্যাগাজিনের মাধ্যমে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ছিলছিলা, শজরা, তরিকত, উসুল-নীতি, গাউছে পাকের শান, আজমত, জীবনী ও কেরামত, আদর্শ বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসার করার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই আধ্যাত্মিক প্রকাশনায় যাহারা বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পাঠাইয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়া এবং আরো বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের সকলের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ। কিন্তু স্থানাভাবে সকলের লেখা এই সংখ্যায় ছাপাইতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত, তবে গ্রহণযোগ্য লেখাগুলি আগামীতে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটিকে সকলে নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। পরিশেষে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এঁর নিকট প্রার্থনা- যেন তাঁহার পেয়ারা হাবীব ছরকারে দো-আলম (সঃ) এঁর করুণাবারি এবং হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ), মওলায়ে রহমান বাবাজান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম আল্লামা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর ফয়েজ বরকত সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণভাবে আমাদের নসিব হয়। আমিন।

কোরআনের আলো

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলীম রেজভী
অধ্যক্ষ- কাদেরীয়া তৈয়বিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

بسم الله الرحمٰن الرحيم

واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

তরজমা ঃ আর মানব গোষ্ঠীর নিকট হজ্ব এর ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার নিকট আগমন করবে পদব্রজে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তা থেকে তোমরা আহার করো এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।

(সূরা হজ্ব, আয়াত ২৭-২৮)

আনুসাঙ্গিক আলোচনা ঃ উদ্ধৃত আয়াতে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সামর্থবান মুমিন নর-নারীর উপর পবিত্র বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, উপরোক্ত আয়াতে আয্‌যিন (আহ্বান কর) বলে রসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের সময় ঘোষণা করে দিলেন- হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌পাক তোমাদের উপর পবিত্র খানায়ে কাবার হজ্ব ফরজ করেছেন। অতএব তোমরা হজ্ব সম্পন্ন কর।

ইমাম বগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অন্যান্য তাফসীর বিশারদগণের মতে আয্‌যিন বলে খলীলুল্লাহ্ সাইয়্যিদুনা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মানবজাতির মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। মুফাস্‌সিরকুল সরদার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম ইবনে আবী হাতেম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যখন সাইয়্যিদুনা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস সালামকে হজ্ব ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করলেন- এখানে তো জনমানবহীন বন্যপ্রান্তর। আমার প্রদত্ত ঘোষণা শ্রবণ করার মত কেউ তো এখানে নেই। যেখানে জনবসতি রয়েছে সেখানে আমার আওয়াজ পৌছবে কিভাবে? জবাবে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, তোমার জিম্মাদারী হল খোদায়ী ঘোষণা প্রচার করা, সমগ্র বিশ্ববাসীর কানে পৌছানো আমার দায়িত্ব। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মকামে ইব্রাহীম এর ওপর দণ্ডায়মান হয়ে হজ্বের ঘোষণা প্রদান করলে আল্লাহ্‌পাক আওয়াজ বুলন্দ করে দেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আবু কুবাইস পর্বতে আরোহন করে উভয় কর্ণে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ডানে-বামে, পূর্ব-পশ্চিমে মুখমণ্ডল ফিরিয়ে ঘোষণা দেন, 'হে মানবজাতি! তোমাদের লালনকর্তা পৃথিবী পৃষ্ঠে নিজের ঘর নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই ঘরের হজ্ব ফরজ করেছেন। তোমরা সবাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন কর।' আল্লাহ্‌পাক সাইয়্যিদুনা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এঁর ঘোষণা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বান্দাদের নিকট পৌছে দেন। এমনকি ক্বিয়ামত

পর্যন্ত আগমনকারী বান্দাদের কাছে এ আওয়াজ পৌছানো হতে থাকবে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যাদের হজ্ব করার সৌভাগ্য নির্ধারণ করেছেন-তারা এ ঘোষণার জবাবে 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' বলে বায়তুল্লাহ শরীফে হাজির হওয়ার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। সায়্যিদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, ইব্রাহীমী আওয়াজের জবাবই হচ্ছে 'লাব্বায়েক' বলার আসল ভিত্তি। (তাফসীরে আহমদিয়া, কাশ্শাফ, কুরতুবী ও মাযহারী)

'লিইয়াশহাদু মানাফিউল লাহুম' আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উদ্ধৃত আয়াতাংশে ইরশাদ করেন যে, দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে পবিত্র বায়তুল্লাহ্ শরীফে বান্দাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্তে। এখানে 'মানাফিউ' শব্দটি নাকারা তথা অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করে ব্যাপক কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকারতো অসংখ্য আছেই। পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা যায়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় বিস্ময় কর যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের সফরে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়- যা বান্দাদের সারা জীবনে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্ব কিংবা উমরা করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ অন্যান্য জাগতিক কাজে অর্থ ব্যয় করে অভাবী ও দরিদ্র হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। উপরন্তু খানায়ে কাবার হজ্ব ও উমরাহ আদায়ের ফলে হাদীসে রসূলের ঘোষণা অনুযায়ী অভাব ও দারিদ্র দূরীভূত হয়ে যায়।

সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ ঃ আল্লাহ্র বাণী "আইয়্যামিম মা'লুমাত" তথা সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ দ্বারা আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, সাইয়্যিদুনা হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এঁর অভিমত অনুযায়ী জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন বুঝানো হয়েছে।

সাইয়্যিদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এঁর মতে সুনির্দিষ্ট দিন বলে কোরবানীর দিনসমূহকে বুঝানো হয়েছে। মূলতঃ উভয় অভিমতের আলোকে এখানে সুনির্দিষ্ট দিন বলে বিশেষ করে ঈদের দিন বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে কাশ্শাফ ও তাফসীরে আহমদিয়া)

পবিত্র হজ্বের মাসায়েল ও ফাযায়েল ঃ ইসলামী শরীয়তের আলোকে পবিত্র মক্কা মুকার্রমায় নিরাপদে যাতায়াতের উপর শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর ওপর জীবনে একবার খানায়ে কাবা বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব সম্পন্ন করা ফরজ। উল্লেখ্য যে, হজ্ব ফরজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা অপরিহার্য। শরীয়তসম্মত ওযর আপত্তি ব্যতীত হজ্ব পালনে বিলম্ব করা গুনাহ। এমনকি শরীয়ত সমর্থিত উপযুক্ত কারণ ছাড়া হজ্ব পালনে কয়েক বছর বিলম্বকারী ব্যক্তি ফাসেক হিসেবে গণ্য হয়। ধর্মীয় ফায়সালা সম্পাদনে তার ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়। (দুর্‌রে মুখতার) তাই ফরজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র বায়তুল্লাহ্র হজ্ব আদায় করে নেয়া অতীব জরুরি।

যদি পারিবারিক, ব্যবসায়িক কিংবা পেশাগত দায়-দায়িত্বের অযুহাতে হজ্ব আদায়ে বিলম্ব করা হয়, তাহলে শারীরিক সুস্থতা বিঘ্নিত হওয়া, আর্থিক সামর্থ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, সর্বোপরি হায়াতের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কারণে হজ্ব ফরজ হওয়ার পর কেউ যদি হজ্ব পালন না করে মৃত্যুবরণ করে তার জন্য হাদীসে নববীতে ভয়াবহ আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন–'আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যিদুনা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–যদি কোন লোক পবিত্র মক্কা মুকার্রমায় পৌছার জন্য আর্থিক সম্বল এবং যাওয়ার অধিকারী হওয়ার পরও হজ্ব আদায় না করে মৃত্যু বরণ করে তবে তার মৃত্যু ইহুদী অবস্থায় কিংবা নাসারা অবস্থায়, এতে কোন তারতম্য নেই। অর্থাৎ তার মৃত্যু মুসলমান অবস্থায় হবে না। কেননা সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ ফরজ হজ্ব আদায় না করে

আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কুফরি করেছে। (তিরমিজী শরীফ)।

রসূলে পাক ছাহেবে লওলাক সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি পবিত্র বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে হজ্ব পালন করার সামর্থ হয়েও হজ্ব আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে বিভীষিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ্‌)।

নবী রসূল, আসহাবে রসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত নগরী আল্লাহপাকের অগণিত কুদরতী নিদর্শনের ধারক পবিত্র মক্কা মুকাররমায় স্বশরীরে হাজির হয়ে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের তাওয়াফ, সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাঈ, আরাফাতের ময়দান, মিনা ও মুজদালিফায় অবস্থান, সর্বোপরি হায়াতুন্নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর রওজা মোবারক যিয়ারত এর মাধ্যমে হজ্ব আদায় করা মুমিন নর-নারীর জন্য এক মহান খোদায়ী নেয়ামত। যার বদৌলতে ঈমানদারের জাগতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন, আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত উন্নতি এবং পারলোকিক জীবনে নাজাত লাভ হয়। হজ্বের বরকতে দারিদ্রতা দূরীভূত হয়, গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সর্বোপরি বান্দা বেহেশতের অধিকারী হয়ে আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের দীদার লাভে ধন্য হয়। হাদীসে নববীতে হজ্ব ও উমরা এর ফজিলত ও মহিমা বর্ণনায় অনেক বর্ণনা ইরশাদ হয়েছে। যথা– 'প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনরূপ পাপাচার এবং কামাচারে জড়িত না হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হজ্ব আদায় করে সে মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিবসের ন্যায় নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসে বাসস্থানে।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ)।

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা খানায়ে কাবার হজ্ব আদায় কর। কেননা হজ্ব গুনাহসমূহকে এমনভাবে ধৌত করে যেভাবে পানি ময়লা সাফ করে।

প্রখ্যাত সাহাবী সাইয়্যিদুনা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করে বলেন– রসূলে আকরাম নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা পবিত্র বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের হজ্ব ও ওমরা পালন কর। কেননা তা দারিদ্র ও গুনাহসমূহকে এমনভাবে দূরীভূত করে যেভাবে ভাটি লোহা, স্বর্ণ ও রূপার ময়লা-মরীচিকা দূরীভূত করে দেয়। আর মকবুল হজ্ব এর প্রতিদান হলো একমাত্র বেহেশ্‌ত। (তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফ)।

সাইয়্যিদুনা হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসূল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– পবিত্র হজ্ব ও উমরা আদায়কারী আল্লাহ্‌র মনোনীত দূত। তারা দোয়া করলে আল্লাহ্‌পাক তাদের দোয়া কবুল করেন। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌পাক তাদের ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ)।

এছাড়া আরো অসংখ্য হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছে- যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ্ব এবং উমরাহ এর গুরুত্ব, তাৎপর্য, উপকারিতা ও বরকত অপরিসীম। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় হজ্বের ভূমিকা ও প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। জাগতিক জীবনে পবিত্রতা অর্জনে এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভে হজ্বের তাছীর কল্পনাতীত।

হাদীসের আলো

আলহাজ্ব মওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী
প্রধান মুহাদ্দিস, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق على عيالك من طولك ولاترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم فى الله.

অনুবাদ ঃ হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত মুয়াযকে সম্বোধন করে) ইরশাদ করেন- তুমি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য তোমার সামর্থানুসারে খরচ কর এবং তাদের থেকে তোমার শিষ্ঠাচার শিক্ষাদানের লাঠি তুলে নিও না। আর তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করো। (মসনদে আহমদ)

মর্মার্থ ঃ আলোচ্য হাদিসে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কতগুলো অমূল্য উপদেশ উম্মতের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছেন যেগুলো অনুসরণ করে চললে একজন মানুষকে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সমস্যার সম্মুখিন হতে হবেনা। ইরশাদ করেছেন- তোমার পরিবার পরিজনের জন্য তোমার সামর্থানুসারে খরচ করো। অর্থাৎ তোমার ব্যয়ের সাথে আয়ের মিল থাকতে হবে। আয় অনুসারে ব্যয় কর। অন্যথায় ঋণগ্রস্থ হতে হবে। ফলে মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মানের চরম ক্ষতি সাধিত হবে। এ কথা বাস্তব সত্য যে, যারা আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী করে অর্থাৎ আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করে না তারা সাংসারিক জীবনে সুখী হতে পারে না। সাময়িকভাবে বেশ আরাম আয়েশে চললেও পরবর্তীকালে গিয়ে তার ভোগের চেয়েও দ্বিগুন দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। আয় অনুসারে ব্যয় করলে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করা যায়। যদিও সংসার চালাতে একটু কষ্ট হয়। কষ্ট বলতে অনেক সময় ধনী পরিবারের সাথে পাল্লা দিতে না পারার কষ্ট, আবার কখনো ছেলে-মেয়েদের চাহিদা পুরণে পুরোপুরি সমর্থ হতে না পারার কষ্ট, কখনো ধনাঢ্য আত্মীয় স্বজনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার কষ্ট। আসলে এগুলো আমাদের নিজেদেরই সৃষ্ট। কারণ অন্যের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে নিজে বেতালে পড়া এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই সাংসারিক জীবনের শুরু থেকেই এমনকি সাংসারিক জীবনে পা বাড়াবার আগে থেকেই প্রত্যেককে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। অর্থাৎ যখন থেকে জীবনে আয় করতে শুরু করে তখন থেকে মিতব্যয়ী হলে ঐ ব্যক্তির সাংসারিক জীবনে নিঃসন্দেহে সফল হতে পারে। কারণ তার পারিবারিক জীবনে সে পূর্বের নিয়মানুসারে খরচ করবে। একথা বাস্তব সত্য যে, খরচ বেশী করতে অভ্যস্ত হলে আর তা কমাতে পারে না। কিন্তু হিসেব করে খরচ করলে প্রয়োজন মতো ধীরে ধীরে বাড়ানো যায়। অতএব আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত নছিহত ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের মেনে চলার মধ্যে জীবনে বড় ধরনের সাফল্য নিহিত রয়েছে। আলোচ্য হাদিসের মূল কথা হলো- আয় বুঝে ব্যয় করা। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদিসের অর্থ কার্পন্য অবলম্বন করা নয়। কারণ কার্পন্য হলো দোষ। কৃপনের ব্যাপারে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে কৃপন আল্লাহ্‌র শত্রু। অতঃপর হুজুর পূরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবার পরিজনকে আদব শিষ্ঠাচার শিক্ষাদানে কেউ যেন অবহেলা না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ইরশাদ করেন-তোমার পরিবার পরিজন থেকে তোমার আদব শিক্ষাদানের লাঠি উঠিয়ে নিও না। কারণ, স্ত্রী-পুত্র, ছেলে-মেয়েদের চাল-চলন, আদব-কায়দা

সম্পর্কে পরিবার প্রধান যদি উদাসীন হন তাহলে তাদের চরিত্র গঠন করবে কে? আজকাল মাতা-পিতার মধ্যে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেলেও অনেক ক্ষেত্রে তারা ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র হয়েও অনেকে বড়জনদের শ্রদ্ধা করছেনা। এক সময় বড়জনদের দেখলে ছোটরা সম্মান করে সরে পড়ত, যাতে তাদের আচার আচরণে বড়জনদের প্রতি যেন কোন প্রকার বেয়াদবী না হয়। বর্তমানে অবস্থা কিন্তু তার বিপরীত। ছেলে মেয়েদের দেখে মুরব্বীগণই সরে পড়েন আত্ম-সম্মান রক্ষার্থে। মনে রাখা উচিত যে, ছেলে মেয়েদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উত্তম সময় হলো শিশুকাল। ছোট বেলার শিক্ষা সারা জীবন স্মরণ থাকে। ছেলে-মেয়েরা ছোট বেলা থেকে আদব-কায়দা মেনে চলতে অভ্যস্থ হয়ে পড়লে হঠাৎ করে নিজেদেরকে বদলাতে পারে না। বরং ছোট বেলার শিক্ষানুসারে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আরবী প্রবাদ বাক্যে উল্লেখ্য রয়েছে ছোট বেলায় শিক্ষাদান পাথর খুঁদানোর মত স্থায়ী হয়। এ উদ্দেশ্যেই হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমাদের ছেলে-মেয়েদের বয়স সাত বৎসর হলে তাদের নামাজের নির্দেশ দাও এবং দশ বৎসর হলে মেরে পিটে অর্থাৎ শাসন করে নামাজ পড়াও। উদ্দেশ্য হলো যাতে তারা নামাজে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। অথচ ঐ বয়সে শরীয়ত মতে নামাজ ফরজ হয় না। তা সত্ত্বেও এভাবে কঠোর নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য হলো ছেলে-মেয়েদের নামাজী বানানো। নামাজ মানুষকে চরিত্রবান অনুগত ও বিনয়ী করে তুলতে সর্বাধিক কার্যকরী পদক্ষেপ। কারণ যে ছেলে-মেয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে, তার পক্ষে অশ্লীল কোন কাজে বা অনুষ্ঠানে যোগদান সহজে সম্ভব হবেনা। বর্তমানে অনেক মাতা-পিতা ছেলে মেয়েদের লাগামহীন চলা ফেরায় অতিষ্ট ও দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত। সঠিক সময় পেরিয়ে গেছে বিধায় এদের নতুন করে আদব কায়দা শিক্ষা দিতে লজ্জাও লাগছে। আবার নিতান্ত লজ্জাবোধ ত্যাগ করে শিক্ষা দিলেও কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছেনা। তাই যথা সময়ে ছেলে-মেয়েদেরকে চরিত্র গঠনের নিমিত্তে সুশিক্ষাদান মাতা-পিতার একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় এর কুফল মাতা-পিতাকেই সবচেয়ে বেশী ভোগ করতে হবে। এমনও খবর পত্রিকান্তরে এসেছে যে, স্বয়ং পিতা নিজের ছেলেকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে। এখানে সহজে অনুমান করা যায় যে কি পরিমাণ অতিষ্ট হলে একজন পিতা নিজের আদরের সন্তানকে নিশ্চিত শাস্তির মুখে ঠেলে দিতে পারে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত উপদেশ হিসেবে ইরশাদ করেছেন– তোমরা পরিবার পরিজনকে আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করো। কারণ মানুষ খোদা ভীতির অভাবেই অপকর্মে ও পাপে লিপ্ত হয়। একজন ঈমানদার মুসলমান পরকালে চূড়ান্ত নাজাত পেতে হলে তার আসল পুঁজি হতে হবে খোদা ভীতি। তাই পবিত্র কোরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে যে এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন-এ রয়েছে হিদায়াত হলো খোদাভীরুদের জন্য। শরীয়তের পরিভাষায় যাঁদেরকে মোত্তাকী বলা হয়। যার মধ্যে খোদাভীতি নেই তারপক্ষে যে কোন অপকর্ম করা সহজ হয়ে যায়। এজন্য পরিবার পরিজনকে খোদার ভয় দেখানো হলে তারা আল্লাহ রসূলের নাফরমানী হতে দূরে থাকতে শিখবে। মাতা-পিতা ছোট বেলা থেকে ছেলে-মেয়েদেরকে প্রথমতঃ মিথ্যা কথা না বলার শিক্ষা দেয়া উচিত। কিন্তু, এক্ষেত্রে প্রথমে মাতা-পিতা হুশিয়ার হতে হবে। অর্থাৎ তাদের কাজ কর্মে যেন ছেলে-মেয়েরা কোথাও মিথ্যার উপস্থিতি না দেখে। অন্যথায় এ শিক্ষা কার্যকরী হবে না। এ কারণে পবিত্র হাদিসে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে এমন করতে নাই যা পুরণ করতে পারবে না। কারণ এতে করে তারা ওয়াদা খেলাপী শিখবে। অনেকে ছেলে-মেয়েদের সাময়িকভাবে শান্তনাদানের উদ্দেশ্যে এমন সব ওয়াদা করে বসে যা পূরণ করার সামর্থ বা উপায় থাকেনা। এভাবে মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করা উচিত নয়। এসব নছিহত ও উপদেশের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের অমূল্য সম্পদ সন্তান সন্ততিদেরকে যোগ্য, সৎ, চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এসবের

আগে মাতা-পিতা নিজেদেরকে এমনভাবে চালিত করবে যাতে ছেলে-মেয়েরা তাদের থেকে সব সময় ভাল শিক্ষা পায়। মাতা-পিতা এসব ব্যাপারে সচেতন হলে অবশ্যই ছেলে-মেয়েদেরকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। আজ আমাদের সমাজে মাতা-পিতার সচেতনতার অভাবে কতো সোনার ছেলেদের মহামূল্যবান জীবন অকালে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে মাতা-পিতাদের এ ব্যাপারে বেশী সজাগ হওয়া উচিত। নিজের ছেলে-মেয়েদের চলা চরিত্র সম্পর্কে মা-বাবা কখনো অনবহিত থাকে না। ছেলে একটু বড় হলে কাদের সাথে চলা-ফেরা করছে তা অজানা থাকার কথা নয়। অতএব সময়মত সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললে বিরাজমান পরিস্থিতির খারাব প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

"এমদাদ মওলাধন তুমি আমার মানিক রতন।
এই জগতে নাহি দেখি তোমার মত আপনজন।।"

মেসার্স শাহ্ এমদাদীয়া মাইজভাণ্ডারী ট্রেডার্স

যাবতীয় কাঠ ফার্ণিচার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

বনরূপা, জে. বি. স-মিল, রাঙ্গামাটি।

মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দীন চৌধুরী

প্রোপ্রাইটর

মোবাইল : ০১৮১১-২৭০১৩২, ০১৯১৭-৮৯০২০৭

সাধারণ সম্পাদক

রাঙ্গামাটি সদর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শ্রেষ্ঠত্ব

অধ্যক্ষ- আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

সৃষ্টিজগৎ সমুহের একমাত্র অধিপতি মহান আল্লাহতায়ালা সমস্ত প্রাণহীন বস্তুসমূহের সৌন্দর্য্য একটি উদ্ভিদের মধ্যে আর সমস্ত উদ্ভিদ সমূহের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য একটি প্রাণীর মধ্যে এবং সমস্ত প্রাণী সমূহের পূর্ণ বৈশিষ্টাবলি মানুষের মধ্যে রেখে দিলেন। এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন- অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ, আকাশসমূহও তাঁদের মাঝেই দেখাব। অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগত সমূহ অর্থাৎ ভূ-মন্ডল ও নভো-মন্ডল এবং এর মধ্যখানে যা কিছু রয়েছে সব আল্লাহ্‌র কুদরত, একত্ববাদের, আল্লাহকে চিনার, জানার প্রকৃষ্ট দলিল। যেমন সূর্য, চন্দ্র এগুলো নিয়ে কেউ চিন্তা, গবেষণা করলে সে ঈমান আনতে বাধ্য হবে। আর সে যদি নিজের দিকে লক্ষ্য করে এবং আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা, হাত, পা ইত্যাদির যে কোন একটির উপর গবেষণা করলে সে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে বাধ্য হবে। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি জগত ও তার নিজের মধ্যেই রয়েছে। তাই চক্ষুবিশিষ্ট জনের নিকট আল্লাহ্‌র একাত্ববাদকে চিনার জন্য সৃষ্টি জগতের ও নিজের সমস্ত নিদর্শন সমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এজন্য বলা হয়- যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে। আল্লাহকে চিনতে হলে নিজেকে গবেষণা করলেই চিনা যাবে। যেমন আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি অর্থাৎ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে, জন্মগ্রহণ করেছি এরপর ছোট বাচ্চা থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়েছি। এই যে, রূপান্তর তথা শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত এগুলো সব কুদরতের দলিল। এগুলো নিয়ে গবেষণা করলেই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে বাধ্য হবে।

আর সমস্ত মানুষের যাবতীয় মর্যাদা ও প্রশংসনীয় দিক সমূহ একজন নবীর সত্ত্বার মধ্যে রেখে দিলেন। এভাবে সমস্ত নবীদের আশ্চার্যজনক বৈশিষ্টবলি ও মু'জেজা সমূহ একত্রিত করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাকীক্বতের মধ্যে প্রদান করলেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ:) পর্যন্ত সমস্ত নবীদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও মু'জিজা আল্লাহপাক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করেছেন।

মোট কথা হল, শরীয়তের দিক দিয়ে হোক অথবা শরীয়তের বাইরে সৃষ্টি জগতে যা কিছু সব কিছুর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু বিধান তথা শরীয়ত দান করেন নাই বরং অন্যান্য সৃষ্টির উপরও হুজুরের কর্তৃত্ব আছে। যেমন ডুবে যাওয়া সূর্যকে হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে পুনরায় উল্টোদিকে উঠে এসে আসরের সময় হয়ে যায়। চন্দ্রকে হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার সাথে সাথে চন্দ্র দু'টুকরা হয়ে যায় ইত্যাদি। এভাবেও বলা যায় যে, প্রাণী হাজার চেষ্টা করেও মানুষের কোন একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ একটা চতুষ্পদ জন্তু শত হাজার বার চেষ্টা করেও মানুষের একটি গুণও অর্জন করতে পারে না। আর একজন মানুষ দান-খয়রাত, ইবাদাত, রিয়াজত এর অগণিত প্রশংসনীয় গুণাবলি, নেক কাজের স্তর অর্জন করার পরেও নবুয়তের স্তরে পৌছা সম্ভব হবে না ঠিক তেমনি ভাবে হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ:) পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট্য, মু'জিজা, মর্যাদা, ফজায়েল যেখানে শেষ সেখান থেকেই মকামে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর শুরু।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মু'জিজা ঐ একটি বিশেষ কাজকে বলা হয়, যা সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। কিন্তু পার্থক্য হল এটা যে, নবীগণ উপায় উপকরণ ছাড়া ঐ বিশেষ কাজ সমূহ প্রকাশ করতে পারেন। আর সাধারণ মানুষ থেকে ঐ বিশেষ কাজটা উপায় উপকরণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিজা সমূহ ঐ প্রকারের যে, উপায় উপকরণ দ্বারাও ওটাকে অস্তিত্বের মধ্যে আনা যায়না। অর্থাৎ হযরত মুসা (আ:) জমীনে লাটি দ্বারা আঘাতের মাধ্যমে পানি বের করে আনেন। কিন্তু পাথরে সবসময় পানি পাওয়া যায়। মানুষেরা পাথর খনন করে কুপ অথবা টিউবওয়েলের মাধ্যমেও পানি বের করতে পারে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের আঙ্গুল সমূহ হতে পানি বের করলেন। অথচ হাতের আঙ্গুলে রক্ত থাকে, পানি থাকে না। সুতরাং বলা যায়, অন্যান্য নবীর মু'জিজা ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিজার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- এঁরা রাসুল, আমি তাঁদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরের মধ্যে আপন হাতের আঙ্গুল হতে পানি প্রবাহিত করলেন। আর হযরত মুসা (আ:)ও উপায় উপকরণ ছাড়া জমীন হতে পানি বের করলেন। কিন্তু উভয়ের কাজে পার্থক্য হল জমীনে পানি থাকা সম্ভব, আর আঙ্গুলে পানি থাকা অসম্ভব বরং রক্ত থাকে। হযরত দাউদ (আ:) এঁর হাতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা লোহাকে নরম করে দিতেন, আর তিনি খুব সহজভাবে তা দ্বারা লোহার পোশাক তৈরী করতেন। কিন্তু লোহা এমন একটা জিনিস যা উপকরণ দ্বারা নরম করা যায়। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উহুদ পাহাড়ের গিরিপথে পাথরের উপর মাথা মুবারক প্রবেশ করালেন সাথে সাথে তা নরম হয়ে গেল। আর পাথরের ধর্ম হল পাথরকে কোন কিছুর দ্বারা নরম করা যায় না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পাহাড়কে দেখে বললেন- উহুদ একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসি (বুখারী শরীফ)। পাথরের হাকীকৃত হল পাথরের মধ্যে ভালবাসা নেই; এমনকি যার অন্তরে ভালবাসা নেই, মানুষেরা তাকে পাষাণ বলে। কিন্তু হুজুরের দৃষ্টি যদি পাথরের উপর পড়ে তাহলে সেটাও ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। একটু চিন্তা করুন, দাউদ (আ:) এঁর মু'জিজা হল লোহাকে নরম করা। কিন্তু লোহা কোন কোন উপায়ে নরম করা যায়। আর হুজুরের মু'জিজা হল পাহাড় হুজুরকে আর হুজুর পাহাড়কে ভালবাসা। যার মধ্যে মূলত ভালবাসা থাকে না।

যে সমস্ত নবী এসছেন তারা দ্বীন ইসলাম এর প্রচার করেছেন। আর প্রচার প্রসারের পরও যারা ঈমান আনেনি তাদের উপর আযাব নাযিল হত। যেমন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন- 'আমি ঐ সময় পর্যন্ত মানুষের উপর আযাব প্রদান করিব না যতক্ষণ না তাদের কাছে রাসূল আসে না'। এর দ্বারা, প্রমাণ হল যে, রাসুল আসার পর মানুষ ঈমান গ্রহণ না করলে আল্লাহ্‌র আযাবকে প্রতিহত করা যাবে না।

আর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসলেন তখন আল্লাহ বলেন- আল্লাহতায়ালার এই শান নয় যে, আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদেরকে (কাফের) শাস্তি প্রদান করবেন। তাহলে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী নবীগণের আগমনের পরও আল্লাহ্‌র আযাবকে রোধ করা যায় না। আর হুজুরের আগমনের পর কারো উপর আযাব আসতে পারে না।

হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ:) পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসুল দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু পৃথিবী হতে কুফুরের অন্ধকার বিদূরিত হয়নি। চারদিকে শিরকের প্রতিধ্বনি হতে লাগল। মুর্তি ও নক্ষত্র সমূহের পূজা চলতে লাগল। আর একজন সরকারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে কালের অন্ধকার সমূহ পরিবর্তন হয়ে গেল। মানুষেরা কলেমা পড়ে জান্নাতী মুসলমান হয়েছেন। প্রাণী সমূহ তাঁর নবুয়তের সাক্ষী দিতে লাগল। বৃক্ষ, পাথরেরা তাঁর রেসালতের স্বীকৃতি দিতে লাগল। এমনকি তাঁর সাথে যে শয়তান

(হামজাদ) ছিল সেও মুসলমান হয়ে গেল। মূর্তি পূজার ঘর সমূহ হতে চারদিক তাকবীর ও তাহলীলের আওয়াজ আসতে লাগল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রা:) এঁর সমাবেশে তাশরীফ আনলেন, হঠাৎ উঠে কোথায় যেন চলে গেলেন, আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসলেন না তখন আমরা পেরেশান হয়ে গেলাম। তাঁকে অনুসন্ধানের চিন্তা করলাম। সবার আগে আমি বের হলাম, আর বনী নাজ্জার এর বাগানের নিকট পৌঁছলাম। আমার মনে হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানের ভেতর তাশরীফ নিয়েছেন। কিন্তু বাগানের দরজা বন্ধ ছিল। আমি ঐ বাগানে প্রবেশের জন্য একটি নালা ব্যতীত আর কোন রাস্তা পেলাম না। অত:পর আমি শিয়ালের মত শরীরকে মোচড় দিয়ে নালার ভিতর দিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম। আর যখন ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম হুজুর সেখানে বসা অবস্থায় আছেন। (আল হাদীস)।

চিন্তা করুন যে, বাগানের চার দেওয়ালের বাইরে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) কিভাবে বিশ্বাস করলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানের ভিতর আছেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন কোন রাস্তা না পেয়ে নালার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করবেন? মনে হয়, বাগানের বাইরে তার নিকট যখন রেসালতের সুগন্ধি আসতে লাগল এবং তাঁর মন ও মস্তিস্কে যখন নবুওয়াতের সুগন্ধি পৌছে গেল তখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, সরকারে মদিনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানের ভিতরেই আছেন। অত:পর বাগানের ফুল সমূহ ও ফুলের সুগন্ধি সমূহ পরাজিত হয়ে গেল আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুগন্ধি তাঁদের উপর জয়ী হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বস্তুর মোকাবেলায় আসেন না বরং ঐ বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলী হুজুরের সামনে পরাজিত হয়ে যায় আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বস্তুর উপর জয়ী হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সূর্যের বিপরীতে দাঁড়াতেন না। কিন্তু হুজুরের নূর মোবারক সূর্যের আলোর উপর বিজয়ী হতেন। আর তিনি কখনো চন্দ্রের বিপরীতে সামনে আসতেন না। কিন্তু চন্দ্রের সৌন্দর্য্যের উপর হুজুরের সৌন্দর্য্য বিজয়ী হত। তিনি মধ্যম গড়নের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন কোন লম্বা মানুষের সাথে চলতেন তখন তাঁকে সবার থেকে উচুতে দেখা যেত। প্রত্যেক বস্তুর উপরে প্রত্যেক প্রকারের উচু অবস্থানে তিনি ছিলেন। মসজিদে আকসায় সমস্ত নবীদের ইমাম ছিলেন। দ্রুত গতির বাজ পাখির চেয়েও দ্রুত হযরত জিব্রাইল (আ:) এঁর সাথে ছিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছলেন। এমন একটা সময় আসল যে, আল্লাহতায়ালার যত নূরের পর্দা এবং আরশ আজিমকেও নিচে রেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপরও তাশরীফ নিলেন। যাবতীয় সময় ও স্থানকে পিছনে ফেলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে এমন স্থানে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করলেন, যেখানে সময় ও স্থানের কোন অস্থিত্বও নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের প্রিয়নবী উভয় জগতের কান্ডারী, রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বগুণে গুণান্বিত। দোষ, কলুষ ত্রুটি মুক্ত। আদর্শের মূর্ত প্রতীক। যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। যার তুলনা সৃষ্টি জগতের মধ্যে দূরে থাক নবীদের মধ্যেও নেই। এই শ্রেষ্ঠ নবী সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য মডেল। যার চরিত্র অনুপম, অতুলনীয়। নবী প্রেমের মাধ্যমে নবীর আদর্শ যদি প্রতিফলিত হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে অশান্তি থাকতে পারে না। আজ বিশ্ব মুসলিম নবীর আদর্শচ্যুতি হওয়ার কারণে নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, ধিকৃত, লজ্জিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রিয় নবীর অনুপম আদর্শ অনুকরণ, অনুসরণ করে উভয় জগতের কল্যাণ অর্জনের তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

মানব চরিত্র গঠনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান

মওলানা মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী
সহকারী অধ্যাপক, রাঙ্গুনীয়া নুরুল উলুম ফাজিল মাদ্‌রাসা।

বিশ্বের মানুষ যখন অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, কুসংস্কার ও বর্বরতার কালো মেঘে আচ্ছন্ন: জাহেলিয়াতের অমানিশা গ্রাস করেছিল গোটা সমাজকে, সেই সংকটময় সময়ে আরবের বুকে তাশরীফ আনেন সরকারে কায়েনাত রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর বিচ্ছুরিত নূরে আলোকময় হয়ে উঠে বিশ্ব। তাঁর শুভাগমনের ফলে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয় আরব দেশ থেকে। অতুলনীয় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে এবং অনেক ত্যাগের বিনিময়ে তিনি অসভ্য জাতিকে পরিণত করেন সুসভ্য জাতিতে। অশান্ত বিশ্বের মানুষকে দেখান শান্তি ও কল্যাণের পথ। তাঁর নির্দেশিত পথে বৈষম্য দূরীভূত হল। ধনী-নির্ধন, সাদা-কালো, চাকর-মুনিবের পার্থক্য মুছে গেল। সবাই এক জাতি সত্তার পরিচয় লাভ করল মুসলমান হিসেবে। এ সময়ে সাহাবা-ই কেরামগণ প্রিয় নবীর প্রতিটি বাণী অক্ষরে অক্ষরে আমল করেন। ফলে এমন এক কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বিশ্ববাসীকে করেছে বিস্মিত। যাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার মুগ্ধ করেছে সবাইকে। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা হল সততা ও আমানতদারী, বিচারালয়ে কায়েম হল সুবিচার। অরাজকতাপূর্ণ রাষ্ট্র পরিণত হল কল্যাণকর রাষ্ট্রে। ফলে ইসলামের সৌরভ ও জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি সমূহ মানব জীবন পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে যে নীতিমালা তিনি দিয়েছেন তা সর্বকালের মানুষের জন্য অনন্য ভাস্বর ও সবচেয়ে বেশি কার্যকর। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটান। যেহেতু তিনি মানব সভ্যতা ও খুলুকে আযীমের মূর্ত প্রতীক। মহান প্রভু কালামে পাকে এরশাদ করেন- وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহামর্যাদারই। (সূরা ক্বালাম, ২৯ পারা, ৪নং আয়াত)

তিনি আরো এরশাদ করেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ- তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র অনুসরণই উত্তম। (সূরা আহযাব, ২১ পারা, ২১ নং আয়াত)

সরকারে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (রা:) বলেন-

تیرے خلق کوحق نے عظیم کہا ☆ تیرے خلق کوحق نے جمیل کیا

کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا ☆ شہا تیرے خالق حسن وادا کی قسم

তব আখলাক শুনি হেথা খুলুকে আযীম, তব সুন্দর রূপে সে অসীম,

নহে তুল্য তোমার কেউ, না হবে কভু রূপসৃষ্টি মহিমাময়ের কসম।

তাফসীরে দুর্‌রে মনসুর (الدر المنثور فی التفسیر المأثور) ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

وأخـرج ابـن أبي شيبة وعبد بن حميد وسلم وابن المنز روالحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال: أتيت عـائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبرني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران أماتقرأ القرآن (وانك لعلىٰ خلوق عظيم (صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ٧٤٦)

ইবনু আবি শায়বা এবং আবদ ইবনে হামিদ এবং মুসলিম এবং ইবনুল মুনযির এবং হাকিম ও ইবনু মরদুবিয়া তিনি সাঈদ ইবনে হিশাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) এঁর কাছে আসলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মুমেনীন আমাকে সংবাদ দিন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র মোবারক প্রসঙ্গে। তিনি বলেন- তাঁর চরিত্র মোবারক হল সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ। আপনি কি কুরআন শরীফ পাঠ করেন? (সূত্রঃ অত্র হাদীস শরীফ মুসলিম শরীফে কিতাবুল মুসাফিরিন ৭৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে)

কুরআন করিমে আল্লাহতায়ালা নিজ প্রিয় বন্ধুকে সম্বোধন করে তাঁর সৌন্দর্য ও রূপকে উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে উপমা দিয়েছেন। যেমন- يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থাৎ হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়ক রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। (সূরা আল আহযাব, আয়াত ৪৫-৪৬)

সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক মোবারক সৌন্দর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপ আখ্যা দেয়াটা একটি কুরআন শরীফের রূপক ভাষা। অভিধানে সূর্য বা প্রদীপকে 'সিরাজ' বলা হয়। আর মুনির বলা হয় যা অন্যকে আলোকিত করে তুলে। এভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্ত্বা মোবারকের অস্তিত্ব এরূপ প্রদীপের ন্যায়। যিনি শুধু আলোকিত নন বরং সর্বদা সর্বদিকে আলো বিতরণও করেছেন। আর নয় তিনি শুধু স্বয়ং জ্যোতি বরং অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় ভূমিতে পরিণত করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রাঃ) তাফসীরে কবীর শরীফে বলেন-

قـال فـى حـق الـنبى عليه السلام سراجا ولم يقل انه شمس مع انه اشد اضاءة من السِّراج لفوائد منها ان الشمس نورها لايؤخذ منه شئ والسِّراج يؤخذ منه انوار كثيرة.

বর্ণিত আয়াতে নবীজীকে প্রদীপ বলা হয়েছে, সূর্য বলা হয়নি। অথচ সূর্যের আলো এর চেয়ে অধিক হয়ে থাকে। এর অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে যে, সূর্যের আলো গ্রহণ করা যায় না। বিপরীতে প্রদীপ, কেননা এর দ্বারা অধিক আলো লাভ করা যায়। (সূত্রঃ তাফসীরে কবীর)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু যাওজী তাঁর লিখিত মিলাদুন্নবী কিতাবে ৯নং পৃষ্ঠায় বলেন-

سِرَاجًا لِكَوْنِنَا ومُنِيْرًا عَلٰى وجُوْدِنَا

তিনি আমাদের অস্তিত্বের জন্য প্রদীপ এবং জীবনের জন্য মুনির (আলোকবর্তিকা)।

তাঁর আলোর বরকতে বিশ্বালোকের অভ্যুদয়ের সৌভাগ্য হয়েছে আর বিশ্ব চরাচর নিজের অস্তিত্বের জন্যও তাঁরই আলোর দিকে মুখাপেক্ষী। অতএব, নবীজী রাহমাতুল্লিল আলামীনের আগমনে পৃথিবীতে তাওহীদ রিসালতের ঐ বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে; যাঁর আলোতে অজ্ঞতা, কুফর ও শিরকের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গেছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বের

সর্বদিক আলোকিত হয়ে গেছে এবং অন্তরের মলিনতা দূর হয়ে আলোকিত হয়ে গেছে। মানব চরিত্র গঠন ও চরিত্রবান হওয়ার ফযিলত ও গুরুত্ব কতটুকু তৎপ্রসঙ্গে সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে- خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে উত্তম, যে চরিত্রবান বা আদর্শবান। (সূত্র: আদাবুল মুফরাদ পৃষ্ঠা ১৪৭)

ইমাম বুখারী (রা:) স্বীয় কিতাব- الادب المفرد (আদাবুল মুফরাদ) ১৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من شئ فى الميزان أثقل من حسن الخلق

হুজুরে করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন- মিযান তথা নেকী-পাপীর পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কোন আমল হবে না। অর্থাৎ উত্তম চরিত্রই শ্রেষ্ঠ আমল। অন্য হাদীসে পাকে রয়েছে- ان من اخيركم احسنكم خلقا অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে চরিত্রগত ভাবে অতি ভাল বা সৎ চরিত্রবান। (সূত্র: বুখারী ২য় খন্ড, ৮৯১ পৃষ্ঠা)

মানব চরিত্র গঠনের কয়েকটি ফর্মূলা :

উত্তম কথা বলা এটাও এক প্রকার দানশীলতা। যেমন- বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড ৮৯০ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

الكلمة الطيبة صدقة অর্থাৎ ভাল কথা বলা এটাও দান স্বরূপ। ভাল কথা বলার মধ্যে সওয়াব রয়েছে এবং উত্তম চরিত্রের একটি উপাদান। উত্তম আদর্শ বা চরিত্র ধারণ সহ গুপ্ত অঙ্গ সমূহ হেফাজত বা সংরক্ষণের ব্যাপারে পবিত্র বুখারী শরীফের ২য় খণ্ড ৯৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لى مابين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة

হযরত ছাহাল বিন সা'দ (রা:) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স:) হইতে বর্ণনা করেন- মাহবুব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল ও গুপ্ত অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করল, আমি তার জান্নাতে প্রবেশ করার জিম্মাদারী গ্রহণ করব। অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে পাকে রয়েছে-

وعن عبادة بن الصامت رض ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لى ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم رواه احمد مشكوة شريف ٤١٥

উবাদা বিন সামিত (রা:) হইতে বর্ণিত নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- তোমরা আমার জন্য ছয়টি দায়িত্ব পালন কর। আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। যখন কথা বলবে, সত্য কথা বলবে। যখন ওয়াদা করবে, তখন তা পূর্ণ কর। আর যখন আমানত রাখা হবে, তখন তা যথাযথ ভাবে আদায় কর। আর তোমাদের গুপ্তাঙ্গ সমূহকে হেফাজত কর এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি সংযম কর এবং তোমাদের হস্তসমূহ রক্ষা কর। অর্থাৎ অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাক। অত্র হাদীস শরীফ ইমাম আহমদ (রহ:) স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (সূত্র: মিশকাত শরীফ ৪১৫ পৃষ্ঠা)

তাঁর মহতী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এজন্য সে দিনের চরিত্রহারা মানুষগুলো আদর্শ চরিত্রের মূর্তরূপ লাভ করেন। চারিত্রিক উৎকর্ষে মানবিক গুণাবলীতে তাঁরা ছিলেন অনেক উর্ধ্বে। মহানবী (স:) এঁর শিক্ষা অনুসরণ করে যাঁরা চরিত্র গঠনের প্রয়াস পান, আজ এ বস্তুতান্ত্রিকতার যুগেও তাঁরা মানব জাতির সামনে বিস্ময়কর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ত্যাগের আদর্শ উপস্থাপন করেন। ইসলামের ইতিহাস ভরে আছে এমনি ধরণের অসংখ্য সফল চরিত্রের বর্ণনায়। মানব ইতিহাসে অন্য কোন মহামনীষী মানব চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে তাত্ত্বিকভাবে কোন সুষ্ঠুতর প্রক্রিয়া এবং বাস্তবে এমন উন্নত ও বিস্ময়কর মানব চরিত্রের এত সংখ্যক জীবন্ত উদাহরণ পেশ করতে পারেনি। সুতরাং মানব চরিত্রের সফলতম সংগঠকের এই কর্মসূচীকে আমাদের পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করতে হবে। আজকের এই সমস্যা জর্জরিত অবক্ষয়ী, যুদ্ধের বিভীষিকাপূর্ণ পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত, নৈতিক দিক দিয়ে বলিয়ান এবং মানবিক গুণাবলী ও অনুভূতি শাসিত সুখী পৃথিবীতে পরিণত করতে হলে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল ধরে রেখে উন্নত ও সুসভ্য মানব সমাজ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের সমাজের চিন্তাবিদ ও সংস্কারকর্মী মানুষের দৃষ্টি এ দিকে নিবদ্ধ করতে হবে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ব্যাপক জনতার মাঝে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে ও তাদের মধ্যে সুপ্ত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। মহান প্রভূ আমাদের সবাইকে তাওফিক দিন। আমিন।

"আর কিছু চাহিনা মওলা তুমি যাইতে সঙ্গে নিও, আমার মরণের কালে তোমার হাতে পানি দিও। বাজারের ঐ আতর গোলাপ আমার গায়ে না ছিটাইও, মোর্শেদের ঐ পায়ের ধুলি আমার গায়ে ছিটাই দিও। বাজারের ঐ মার্কিন কাপড় আমার গায়ে না জড়াইও, মোর্শেদের ঐ ছিড়া কাপড় আমার গায়ে জড়াই দিও।"

২৯ আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ উপলক্ষে প্রকাশিত **'জ্ঞানের আলো'**র সফলতা কামনা করছি। আমার, আমার পরিবারের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দো'জাহানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রার্থনায়-

শ্রদ্ধাবনত-

মুহাম্মদ শফিকুল আলম সুমন

মোবাইল : ০১৮১৯-৩৫৬৩৫৫

সাধারণ সম্পাদক

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

রাউজান উপজেলা কার্যকরী সংসদ।

সভাপতি

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি

শাহনগর, সাফলঙ্গা, ছত্রপাড়া ও দলিলাবাদ শাখা।

স্বত্বাধিকারী

মেসার্স সেলিম ডেকোরেটার্স।

বাংলা সাহিত্যে নবী বন্দনা

আলহাজ্ব মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান আল কাদেরী
প্রাবন্ধিক, কবি ও প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

মহান আল্লাহতা'য়ালা সমস্ত প্রশংসার প্রকৃত মালিক। কিন্তু পরম করুণাময়ের ইচ্ছাতেই তাঁর হাবীব শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নামকরণ হয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার অর্থ চরম প্রশংসিত। তাফসীরে কবির, তাফসীরে রুহুল মাআনী সহ বহু প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থের বর্ণনায়ও রয়েছে যে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সর্বপ্রথম চোখ খুলে আরশে আযীম-এ খচিত দেখেছিলেন তাওহীদের বাণীর পাশেই আখেরী নবীর নাম সংযোজিত।

কাজেই নবী প্রশংসার অন্যতম সূচক হয়েছিল তাঁরই পবিত্র নামের মাধ্যমে, অনাদিকাল থেকেই সূচীত হয়েছিল নবী প্রশস্তির ধারা। সৃষ্টির আদিপুরুষ মানব-পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এঁর মুখেও সেই প্রশংসিত নাম উচ্চারিত হয়েছিল। পরবর্তীতে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বজাতির কাছে প্রচার পেয়ে চর্চিত হয়েছিল প্রশংসিত সত্তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নাম। এমনই এক নাম যা উচ্চারিত হতেই তাঁর প্রশংসা ধ্বনিত হয়ে যায়। ভাষান্তরে এ সত্তার প্রশস্তি এভাবেই পেয়েছে বিস্তৃতি। মহান আল্লাহতা'য়ালার অনন্ত কুদরতের বিশাল বৈচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ভাষা বৈচিত্র। মহান আল্লাহ্তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী।" [৩০:২]

অসংখ্য ভাষা ও বর্ণের মানুষ সৃষ্টি তাঁরই কুদরতের লীলা। বহু ভাষায় বিচিত্রভাবে তাঁর মহিমাও যেমন প্রচারিত হবে, তেমনি তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এঁর নামও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে। হাদীসে কুদসীতেও সে ওয়াদা রয়েছে যে, "যখনই আমার উল্লেখ হবে তখন আমার সাথে আপনার নামও উল্লেখ হবে।" ভাষার বিচিত্র ব্যাপকতার মধ্যে গৌরবজনক আসনে আসীন আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা, যার ভাষাভাষীরা নিজ ভাষার জন্য জীবন দিয়ে ইতিহাস গড়েছে। কালের পরিক্রমায় তার স্মৃতিই বিশ্বস্বীকৃতি নিয়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আল্লাহ্র সৃষ্ট অন্য ভাষাগুলোর মতো স্থানিক ও কালগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গৌরবদীপ্ত এ বাংলা ভাষাও ধন্য হয়েছে নবী চর্চা ও নবী বন্দনায়, ভাষায় অমৃত যুগিয়েছে প্রেমরস-সিক্ত নবী প্রশস্তি। বাংলা ভাষায় কখন থেকে নবী বন্দনা শ্রুত হয়েছিল সে নিকাশ করতে গেলে এ ভাষার সাহিত্যকাল, তার সূচনা ও গতিপ্রবাহের গোড়ার কথা কিঞ্চিত হলেও ধারণায় আনা উচিত। এ ভাষাটি যেহেতু একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষেরই ভাষা, তাই ভাষা বিচারে এ ভূখণ্ডের সীমারেখা নির্দেশ করাও সমীচীন। ড. নিহার রঞ্জন রায় বলেন, "হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান যুগে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা বারবার পরিবর্তিত হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমারূপ এই বিশাল ভূখণ্ডটি এই ভাবেই নির্ধারিত হতে পারে: উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হতে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য। উত্তর পূর্ব দিক ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা। উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্ব দিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত। পশ্চিমে রাজমহন সাঁওতাল পরগনা ছোট নাগপুর-মালভূম-ধলভূম, কেওঞ্জর-ময়রভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।" (১) এটা গেল স্থানিক ভাষার ব্যবহার অঞ্চলের নির্দেশ। তার কালগত সীমারেখা সম্বন্ধে ড. অসীতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা ভাষার উৎপত্তি অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার মতোই নদীপ্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নদী প্রবাহের মতোই এ ভাষা কালানুক্রমিকভাবে যত অগ্রসর হয়েছে, ততই এর পরিবর্তন হয়েছে, ততই

এর আকার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর এই বিংশ শতাব্দীতে এ ভাষা সহস্রমুখী হয়ে চলেছে নব নব সম্ভাবনার সাগর সঙ্গমে। ..... এদেশে আর্যাভিযানের পূর্বে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ জাতি বাস করত। কালক্রমে এ দেশে আর্যসংস্কার দৃঢ়মূল হল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষাও এদেশে প্রচলিত হল- এবং সংস্কৃত-প্রকৃত-অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে বাংলা ভাষা ভূমিষ্ট হল। .....খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বয়ে চলেছে। এ ভাষার বয়স আনুমানিক হাজার বছর। ভাষাগত পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে বাংলা ভাষাকে যথাক্রমে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। আদিযুগের বাংলা ভাষা বা প্রাচীন বাংলা ভাষার সীমা খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। "চর্যা-চর্যাবিনিশ্চয়ে" এ ভাষার প্রাথমিক দৃষ্টান্ত মিলবে। .....এরপর মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কাল-অষ্টাদশ শতকের মধ্যমভাগ পর্যন্ত এর বিস্তার। খ্রিস্টীয় ষোড়শ থেকে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০) পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার অন্ত্যপর্যায় বিস্তৃত। এ স্তরে বাংলা ভাষার রূপান্তর প্রায় আধুনিক কালের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ও পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্যের প্রভাবে প্রচুর তৎসম (অর্থাৎ সংস্কৃত) শব্দ প্রয়োগ হতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শব্দের ব্যবহারে বাঙালি হিন্দু বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে।" (২)

মজার কথা সহস্র বছরের পুরনো এ সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনায় হযরতের প্রশংসিত নাম তথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বর্ণনা বিস্ময়করভাবে উপস্থিত এবং তাও একজন অমুসলিম কবির যবাণীতে। ড. এস এম লুৎফুর রহমান এ তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে লিখেছেন, "আনুমানিক নয়, নিশ্চিত রূপেই ১০০০ থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিত রচিত "কলিমা জাল্লাল" নামক রচনায় পহেলা রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র তারিফ করা হয়েছে। তাঁকে অমুসলিমদের ইলাহ্ (প্রভু বা উপাস্য) ব্রহ্মার সাথে তুলনা করে গৌড়ে মুসলিম বিজয় অভিযানকে বেহেশতি রহমত রূপে বয়ান করতে বলা হয়েছে-

ব্রহ্মা হৈল মুহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম্ব হৈলা মূল পানি
গণেশ হৈলা গাজী কার্ত্তিকা হৈলা কাজী
ফকীর হৈলা যথ মুনি।

'শূন্য পুরান' কাব্যে সংকলিত নিরঞ্জনের 'রুস্ম' কবিতায় এ অংশ পাওয়া যায়। আধুনিক নিরঞ্জনের রুস্মা কবিতার মূল নামই "কলিমা জাল্লাল"। শূন্য পুরানে ছাপা এ কবিতার পুরো পাঠ পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিতের অপর রচনা "ধর্ম্মপূজা বিধান"। (৩) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিতীয় নিদর্শন শোক শুভোদয়া যেখানে আখেরী নবীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মোটামুটিভাবে এ দুটি সাহিত্যকর্মে বাংলায় নবী স্তুতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

মধ্য যুগে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয় নব প্রাণের উচ্ছ্বাস। এরপর বাংলা কাব্যে ঐতিহ্যের স্থান দখল করলো স্পষ্টতরভাবে নবী প্রশস্তি। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে ১৩৮৯ থেকে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত কবি শাহ্ মুহাম্মদ ছগীর'র ইউছুপ জোলায়খা কাব্যে নবী বন্দনার অস্তিত্ব গৌরবদীপ্ত হয়ে প্রতিভাত হয়। (৪) নমুনা উদ্ধৃত হতে পারে।

"জীবাত্মার পরমাত্মা মুহাম্মদ নাম
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম।
যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভূবন

মুহাম্মদ হোন্তে কৈলা তা সব রতন।
একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবীকূল
মুহাম্মদ তান মধ্যে প্রধান আদ্যমূল।"

ওই যুগের মুহাম্মদ ছগীরই নন, বরং ব্রিটিশ শাসনকালে পর্যন্ত প্রায় সব মুসলিম কবি হামদ বা আল্লাহ্‌র প্রশংসার পরপরই না'ত বা নবীপ্রশস্তির রীতি অনুসরণ করেন। মুসলিম শাসনামলে অপর প্রাচীন কবি জৈনুদ্দীন বাংলার সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি ছিলেন। 'রাসূল বিজয়' কাব্যে অসাধারণ রণকুশলী হিসেবে নবী প্রশংসা ধ্বনিত।

"নিঃসরিলা নবীবর সঙ্গে অশ্ববার
প্রচণ্ড মৃগেন্দ যেন সাতাইশ হাজার।
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল।"

কবি জৈনুদ্দীন'র এ কাব্য ১৪৭৪ থেকে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। (৫) রাসূল বিজয় নামে আরো একটি কাব্য সাবিরিদা খান (শাহবরিদ খান)'র রচিত পাওয়া যায়। এটি আনুমানিক ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ এর মধ্যেই রচিত। উভয় গ্রন্থ বিষয় ও উদ্দেশ্যগতভাবে অভিন্ন। তবে পাণ্ডিত্য ও কাব্য কলায় সাবিরিদ খান শ্রেষ্ঠ। প্রিয় নবীর জীবন ও কর্ম ভিত্তিক সর্ববৃহৎ কলেবর সমৃদ্ধ কাব্য কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) রচিত নবীবংশ, একটি মহাকাব্যের আদর্শ হয়ে বিদ্যমান। (৬) এটি বিষয় বৈচিত্র ও আকারে সপ্তকান্ত রামায়নকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য। (৭) এখানে নবীবন্দনা কীরূপ বাঙময় তা প্রণিধানযোগ্য বটে।

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
আদ্যে যে আছিলু তাহা করিমু প্রচার।
যেরূপে আদম ছাফি হৈলা উৎপণ
কহিলাম সেসব কিঞ্চিৎ বিবরণ।
দ্বিতী এ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
নূর মুহাম্মদের কহিব বিবরণ।"

পরবর্তীতে শেষ চান্দ, আলাওল, মুহাম্মদ খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ মুর্তজা, হায়াত মামুদ, সৈয়দ হামজা, মুনশীজান, শাহ্ গরীবুল্লাহ্, মুহাম্মদ দানেশ, খাতের মুহাম্মদ প্রমুখ কবিরা তাঁদের কাব্যে নানাভাবে নানাভঙ্গিতে নবীবন্দনা উপস্থিত করেছেন। এঁরা সকলে ছিলেন মধ্য যুগের কবি। এঁদের সময়কাল খ্রিস্টাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ-পর্যন্ত। এঁদের মধ্যে শাহ্ মুহাম্মদ ছগীর, আলাওল, দৌলত কাজী, সৈয়দ মর্তুজা, হায়াত মামুদ প্রমুখ ফার্সি কবি ফেরদৌসী, রুমি, জামী, নিজামী, আত্তার, আমীর খসরু ও অন্যান্য মরমী কবিদের রচনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের কাব্যে নবী-বন্দনা ও রাসূল প্রশস্তি ব্যাপকভাবে অনুরণিত। দুয়েকটি চরণ উদাহরণ স্বরূপ বর্ণিত হতে পারে-

"প্রণামহু তান সখা মুহাম্মদ নাম
এ তিন ভুবনে নাহি যার উপাম।"

[লাইলি-মজনু : দৌলত উজীর]

"মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল সখাবর
যার নূরে ত্রিভূবন করিছে প্রসর।"

[সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী : দৌলত কাজী]

"পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ।"
"নিজ সখা মুহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা
সেই জ্যোতিমূলে ত্রিভূবন নিরমিলা ।"

[পদ্মাবতী : সৈয়দ আলাওল]

"আপনার দোস্ত হেনা তাহারে বুলিলা
সেই নূর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা ।"

[নূর জামাল : হাজী মুহাম্মদ]

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার
তার পাছে প্রণামি এ রছুল আল্লাহ্‌র ।"

[যোগ কালন্দর : সৈয়দ মর্তুজা]

মধ্যযুগের সমগ্র কাব্য ও পুঁথি সাহিত্যে প্রায় সকল রচনায় এভাবে বিচিত্র ব্যঞ্জনায় ও দ্যোতনায় নবীবন্দনা এসেছে ঘুরে ফিরে। পদবাচ্য ধারায় কাব্যধর্ম ও পুঁথি বিংশ শতাব্দীর দুইশতক পর্যন্ত বয়ে চলে। এ ধারায় যাঁদের কাব্য কীর্তি সমুজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে খাতের মুহাম্মদ, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, মুন্সী মালে মুহাম্মদ, শেখ ফজলুল করিম, মীর মোশাররফ হোসেন, মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, পাগলা কানাই, লালনশাহ্, হাসন রাজা, দুদ্দুশাহ্, শীতলং শাহ্ ফকীর, খান বাহাদুর তসলিম উদ্দীন আহমদ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুঁথি সাহিত্যে পদবাচ্যে তাঁদের রচনারীতির নমুনা উল্লেখ করা যায়।

"মুহাম্মদ মোস্তফা নবী আখেরী দেওয়ান
যাঁহা কারণে হৈল লওহলা মকান ।
যাঁহা কারণে হৈল যমীন আসমান
যাঁহার কারণে হৈল এ দোন জাহান ।"

[তাজুদ্দীন মুহাম্মদ ও খাতের মুহাম্মদ (খোলাসাতুল আম্বিয়া)]

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
যাঁহার সৃজন হয় এ তিন ভূবন ।
তৎপরে বন্দনা করি নবীর চরণ
যাঁহার প্রভাবে হয় অন্তিমে তরণ ।"

[রূপজালাল : নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী]

"গাও রে মোসলেমগণ নবীগুণগাও রে
পরান ভরিয়া সব ছাল্লে আলা গাওরে ।"

[মেহেরুল ইসলাম মুন্সী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্]

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ মানেই কাব্য যুগ। এ যুগে সাহিত্যে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বন্দনা স্তুতি ও চরিত্র চিত্রণ ছাড়াও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হয়েছে অনেক। মধ্যযুগীয় কাব্য রীতিতে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'তাওয়ারীখে মুহাম্মদী'। যার রচয়িতা কবি মুহাম্মদ সায়ীদ। এ ক্ষেত্রে সব চাইতে জনপ্রিয় কাব্য হল 'কাসাসুল আম্বিয়া'। এর রচয়িতার মধ্যে আছেন মুন্সী তাজউদ্দীন, মুহাম্মদ খাতের, মুন্সী জনাব আলী, মুন্সী রহমত উল্লাহ্ ও মুন্সী আবদুল ওহাব। 'নূর নামা' নামে যারা মহানবীর জীবনী কাব্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে হায়াত মামুদ ছাড়াও রয়েছেন শেখ পরান, আবদুল হাকীম ও

আবদুল করীম খোন্দকার। শেষোক্ত জন 'নবীবংশ' নামেও একটা কাব্য রচনা করেন।

মহানবীর জন্ম বৃত্তান্ত পরিবেশনায় প্রচলিত মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাঙালি মুসলমানের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজনীন অনুষ্ঠান। তা প্রথম দিকে আরবী, ফার্সি ও উর্দুতে চলত ব্যাপকভাবে, পরবর্তীতে মুসলিম কবি সাহিত্যিকবৃন্দ মিলাদের জন্য বাংলায় কবিতা ও কাব্য রচনা করতে শুরু করেন। এর সার্থক রূপায়ন ঘটে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এর আগে সাহিত্যের গদ্য ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। কাজেই মধ্যযুগের সাহিত্যে নবীবন্দনা প্রায় জায়গা দখল করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। আধুনিক গদ্যের পথিকৃৎ মীর মোশাররফ হোসেনই মিলাদুন্নবীর ওপর প্রথম সার্থক কাব্য রচনা করেন। যার নাম 'মৌলুদ শরীফ' তাতে কেয়ামের জন্য (সম্মানার্থে দাঁড়ানো) রচিত নয়টি স্তবকের একটি,

"তুমি যে সত্য পয়গম্বর
সে প্রমাণ আছে বহুতর
তবু যার মানতে ধোকা
সে তাহার করমের লেখা।"

মিলাদ কাব্যের ধারায় যাদের সৃজনী কর্ম আছে তন্মধ্যে মুন্সী মেহেরুল ইসলাম, শেখ জমীরুদ্দীনের 'আসল বাংলা গজল' আজহার আলীর 'সোনার খনি', কবি দাদ আলীর 'আশেকে রাসূল', ডা. আবুল হোসেনের 'বাংলা মৌলুদ শরীফ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বাংলা কাব্যে মহানবীর পবিত্র জীবনধর্মী শ্রেষ্ঠ কাব্য হল কবি নজরুল ইসলামের 'মরু ভাস্কর' ও কবি ফররুখ আহমদ'র 'সিরাজাম মুনীরা'। (৯) এতদুভয় থেকে যথাক্রমে উদ্ধৃতি-

"আধাঁর নিখিলে এল আবার আদি প্রাতের সে সম্পদ
নতুন সূর্য উদিল ওই মোহাম্মদ! মোহাম্মদ!
আরবে তীর্থ লাগি ভীড় করে সব বেহেশত বুঝি
এসেছে ধরার ধুলায় বিলিয়ে দিতে সুখের পূঁজি।"

অতঃপর

"পূর্বাচলের দীগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত
কে আসে কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে কে আসে নতুন সাড়া,
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।"

মহানবীর জীবনী কাব্যের ক্ষেত্রে শেখ ফজলুল করিম'র পরিত্রাণ কাব্য উল্লেখযোগ্য। তবে এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসাবে ধরা যায় মোজাম্মেল হকের 'হযরত মুহাম্মদ'কে। এভাবে আ.ন.ম. বজলুর রশীদের লিরিক ছন্দের রচিত মরু সূর্য, জুলফিকার হায়দার'র 'ফাতেহা-ই দোয়াজদহম', রইসউদ্দীনের 'মরু-বীণা' আবুল হোসেনে'র 'পেয়ারা নবী' আহমদ নেওয়াজ'র 'নবী গীতিকা' ও আবুল হোসেন'র 'আল আরবী' প্রভৃতি নবী বন্দনায় উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

গদ্য সাহিত্যে মহানবীর পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিতের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শেখ আবদুর রহীমের 'হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি', যা ৬৭০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত। সুসাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব মুকুট' ও 'নূর নবী' গ্রন্থদ্বয়ও হযরতের (সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জীবন চরিতমূলক রচনা। মওলানা আকরাম খাঁর বস্তুবাদী রচনা 'মোস্তফা চরিত' ভক্তপ্রাণের তৃপ্তি মেটাতে না পারায় প্রেমধর্মী বর্ণনার গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' শুধু সমাদৃতই হয়নি, তা হয়েছে অভাবনীয় জনপ্রিয় এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, যা অপ্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে কালোত্তীর্ণ। মহানবীর জীবনী রচনায় পিছিয়ে থাকেনি অমুসলিম লেখকরাও। গিরিশ চন্দ্র সেন, কৃষ্ণ কুমার, রামপ্রাণ, অতুলমিত্র এবং জেমস লং- এ ক্ষেত্রে কীর্তি স্থাপন করেছেন। এ ধারায় অসংখ্য লেখকের তালিকা কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লেখ করা গেল না।

বাংলার পল্লী সাহিত্যে বা লোক সাহিত্যেও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে নবী বন্দনার পূর্ণ প্রয়াস। মুর্শিদী, মারফতী, পালাগান, জারীগান, বাউলসহ প্রায় ক্ষেত্রে সগৌরবে গীত হয়েছে নবীবন্দনার গান, লালন বলেন-

"তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাবনা
দেখা দিয়ে দ্বীনের রসূল ছেড়ে যেও না।"

বাউল কবি পাগলা কানাই, কবি শীতলং ফকীরও এভাবে নবীর প্রশস্তি গেয়ে আত্মার তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। শেখ ভানু, মুসলিম শাহ্, মঙ্গল শাহ্, আবদুল জব্বার, কবি ইয়াসিনের অকুণ্ঠ নবী বন্দনা ও সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে।

আধুনিক কবিতায় না'ত ও গজল লেখা হয়েছে প্রচুর। বাংলা কাব্যে কেউ নবী বন্দনায় নজরুলকে অতিক্রম করতে পারেনি আজো, তাঁর 'ফাতেহা-ই দোয়াজদহম' নবীবন্দনায় লিখিত শ্রেষ্ঠতম কবিতা। এরপর আসবে গোলাম মোস্তফার নাম। তাঁর উচ্চারণ-

"নিখিলের চিরসুন্দর সৃষ্টি আমার মোহাম্মদ রসূল।"
তা এখনও তন্ময় করে ভক্তকুলকে।
"তুমি যে নূরের রবি, নিখিলের ধ্যানের ছবি"

মিলাদ কাব্যের প্রেরণা জাগানিয়া। এ ছাড়া বেনজীর আহমদ, কাদের নেওয়াজ, রওশন ইয়াজদানি, আবু বকর সিদ্দীক, কাজী গোলাম আহমদ প্রমুখ নবী বন্দনার রচনার সিদ্ধহস্ত। শিশু সাহিত্যেও এ ধারায় অপূর্ণতা নেই আজ। আহসান হাবীব, হেদায়েত হোসেন, মসউদুর রহমান প্রভৃতি এ ধারার রচনায় উল্লেখযোগ্য নাম।

তথ্যপঞ্জি : ১. বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), ২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তঃ ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, ৩. সাহিত্য সংস্কৃতি ও মহানবী (স.): মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত- ইফাবা, ৪. মুসলিম বাংলা সাহিত্য- ঢাকা ১৯৬৫, ৫. প্রাগুক্ত, ৬. মুহাম্মদ জমির উদ্দীন মিয়া, ৭. মুসলিম বাংলা সাহিত্যঃ ড. এনামুল হক, ৮. অগ্রপথিক, এপ্রিল ২০০5, ৯. প্রাগুক্ত। [পাক পঞ্জতন সাময়িকী সৌজন্যে]।

সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম

মওলানা এ.বি.এম. আমিনুর রশীদ
প্রভাষক, শিকলবাহা অহিদিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, কালারপোল, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।
খতিব, রেলওয়ে ডিজেলকলোনী জামে মসজিদ, খুলশি, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

নিরাপত্তা মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য বিষয়। তাই ইসলাম মানুষের সার্বিক নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা :

সাধারণ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী সকলকে সাম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। আর ব্যাপক অর্থে সমস্যাগ্রস্থ মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়।১

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা :

আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা অপরিহার্য। নিরাপত্তাহীন সমাজে কোন ধরনের উন্নয়ন হতে পারে না। তাই ইসলাম সকলের জন্য সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা চায়। ইসলামেই রয়েছে প্রকৃত পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা। যেমন-

মানব জীবনের নিরাপত্তা :

ইসলাম মানব জীবনকে সম্মানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, একজন মানুষের প্রাণ অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়াকে গোটা মানবসম্প্রদায়কে হত্যার সাথে তুলনা করে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। যা অন্য কোন ধর্ম, মত, সংস্কৃতি, শাস্ত্র ও আইনে পাওয়া যায় না। আল্লাহতায়ালা বলেন-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলো সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করলো। এবং যে কারও প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সবার প্রাণ রক্ষা করলো।"২

অন্যত্র বলেছেন- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।"৩

আল্লাহতায়ালা হত্যাকে গুরুতর ও জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন। এ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য রয়েছে ইহকালে কিসাসের বিধান ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তি। এ ছাড়াও হত্যাকারী আল্লাহ্‌র গযব ও চরম অভিসম্পাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"৪

ইসলামি সমাজে শুধুমাত্র মুসলমানদের জীবনের নিরাপত্তা নয়, বরং অমুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থাও ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يُرِحْ رَاءِحَةَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করলো সে কখনো জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।"৫

অন্যত্র বলেছেন- مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِىْ غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।"৬

মালিকনার নিরাপত্তা :

ইসলামি সমাজে বৈধপন্থায় উপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকনা স্বীকৃত। তবে শরিয়ত নির্ধারিত সকল অধিকার ও কর্তব্য, যেমন- যাকাত, দান-সদকা, পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের লালন-পালন ও যত্নের ব্যয়ভার ও দায়িত্ব বহন করতে হবে। উত্তরাধিকার সত্ত্ব ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার এবং ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা, প্রশাসন ব্যবস্থা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জরুরি অবস্থা, যেমন-যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদি খাতের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত স্থায়ী ও সাময়িক প্রকৃতির করও পরিশোধ করতে হবে অধিকন্তু এ সম্পদ হারাম ও অবৈধ খাতসমূহে ব্যয় করা যাবে না। এসব শর্তাধীনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।৭

এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো-

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও দিও না।"৮

মান-সম্মানের নিরাপত্তা :

ইসলামি সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির মান-সম্মান রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে কোন ব্যক্তি কারো সম্মানে আঘাত করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির মান-সম্মানকে গ্যারান্টি দিয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন-

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسٰى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

মুমিনগণ! কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা পাপ। যারা এহেন কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই যালেম।"৯

এরপর আল্লাহতায়ালা বলেন-

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَالظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

"মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা থেকে বেচেঁ থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা পাপ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"১০

মানুষের সাথে অসদাচরণ ও অশালীনভাষী হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে আল্লাহতায়ালা বলেন-

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

"অশ্লীলভাষী হওয়া আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না, তবে যার ওপর যুলুম করা হয়েছে"।১১

মান-মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম কতবেশি সতর্ক সূরা আল নূরের সেই কয়টি আয়াত থেকে অনুমান করা যায়, যাতে আল্লাহতায়ালা নবিপত্নী হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের নিন্দা করে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা ও মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন। এবং তার সতীত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ.

"তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ইমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ"১২।

এ আয়াতে আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের মিথ্যা অপবাদ রটানোর, আপত্তিকর অভিযোগ করে মানুষের মান-সম্মানে আঘাত না দিতে জোর তাগিদ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

لَوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ.

তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি, অতঃপর যখন তারা স্বাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদি।"১৩

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَلَوْلَا اِذْسَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَايَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিৎ নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটাতো এক গুরুতর অপবাদ।"১৪

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মর্যাদার নিরাপত্তার বিষয়ে যারা খেয়াল রাখেনা তাদের ইহকালিন ও পরকালিন পরিণতির কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِىْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহতায়ালা জানেন, তোমরা জান না।"১৫

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সম্মান-মর্যাদা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারো মানহানিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট অত্যাচার বলে অভিহিত করেছেন। মানুষের মান-মর্যাদার নিরাপত্তার বিধান দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

"কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমানিত, লাঞ্ছিত অথবা সম্মানহানি করতে দেখেও যদি সাহায্য না করে, তাহলে আল্লাহ এমন জায়গায় তার সাহায্য ত্যাগ করবেন, যেখানে সে নিজে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থী হবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে অপমানিত অথবা বেইজ্জত হতে দেখে এবং লাঞ্ছিত ও হেয়জ্ঞান হতে দেখে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে; আল্লাহতায়ালা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুখাপেক্ষী।"১৬

শুধু মুসলমানের নয়, বরং কোন অমুসলিমের মানহানিও করার অধিকার নেই ইসলামে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"যে ব্যক্তি অন্য কোন লোকের মানহানিকর অথবা অন্য কোন প্রকার জুলুম করে তবে সেদিন আসার পূর্বেই তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত, যেদিন তার না থাকবে ধন-সম্পদ, আর না অন্যকিছু। অবশ্য তার ভালো আমলসমূহ তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে সেই যুলুমের পরিমাণ অনুসারে। আল্লাহ না করুন যদি তার কোন ভালো আমল না থাকে তখন মযলুমের মন্দ কার্যগুলো তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।"১৭

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মান-মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামই সঠিক বিধান দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো মর্যাদা ক্ষুন্ন করা বৈধ নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা :

ইসলাম মানুষের পারিবারিক জীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে ব্যক্তির বসবাসের ঘরের চার দেয়ালকে একটা সুরক্ষিত দুর্গের মর্যাদা দিয়েছে। সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। এ পর্যায়ে কুরআনুল করিমের নির্দেশ হলো-

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতিত অন্য ঘরে প্রবেশ করো না। যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং ঘরের অধিবাসীদের সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। যদি তোমরা ঘরে

কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহতায়লা তা ভালোভাবে জানেন।"১৮

অফিস-আদালত, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র, হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান-পাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তিগত সবকিছু এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

অনুরূপভাবে অন্যের ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মেরে তাকাতেও নিষেধ করা হয়েছে। অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দেয়া, ব্যক্তিগত তথ্য উদঘাটন করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা, কারো বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করা, কারো গোপন ভিডিও, রেকর্ড, ছবি তুলে তা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া এক কথায় ব্যক্তিগত জীবনের মান ক্ষুন্ন হয় এমন সকল কাজকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।১৯

ইরশাদ হচ্ছে- وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

"এবং তোমরা একে অপরের গোপণীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।"২০

রাসুলপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন,

"তোমরা যদি মানুষের গোপনীয় বিষয়াদি উদঘাটনে লেগে যাও তবে তোমরা তাকে বিগড়ে দিবে কিংবা অন্তত বিগড়ানোর পর্যায়ে পৌছে দেবে।"২১

এ হচ্ছে ইসলামে ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা। যে সমাজে ইসলামের এ বিধান এবং পথনির্দেশ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবে সে সমাজে উন্নতির পদচুম্বন করতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা :

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রধান অংশ। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই ইসলাম অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। মানুষকে কাজ করতে উৎসাহিত করে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন-

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"যখন তোমাদের নামায শেষ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (আল্লাহ যে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন তার) সন্ধান করো। আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।"২২

ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন- أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন" ২৩

বেকার ও উপার্জনহীনদের সামাজিক নিরাপত্তা :
শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তিশালী এবং কর্মক্ষম ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে

পড়া অভাবগ্রস্থ লোক, যুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য জন্মভূমি ত্যাগকারী ব্যক্তি, শরনার্থী, কোন এলাকা হতে বিতাড়িত লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছে ইসলাম। কুরআন মজিদে এসকল লোকদের জন্য 'ফকির' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তে বলা যায় মক্কা শরিফের কুরাইশদের অত্যাচারে যে সকল মুসলমান হিজরত করে মদিনা শরিফ আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং উপার্জনের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন আল্লাহতায়ালা তাদেরকে 'ফকির' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা ছিলেন যাদের রয়েছে অনেক ধনসম্পদ। আর এমন লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিতে যাকাতের একটি অংশ তাদের জন্য ব্যয় করতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

"যাকাতের সম্পদ, দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।"২৪

খেটে খাওয়া মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা :

ইসলামে মজুর, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য যাকাতের একটি অংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যাতে দুঃখ-দুর্ভোগ ও অভাব অনটনের যাঁতাকল থেকে তারা মুক্তি পায়। এবং সমাজক্ষেত্রের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পূর্ণশক্তি ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। তারা যেন মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করে জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে পারে। মজুর শ্রমিকদেরকে পুঁজিবাদ ও কারখানা মালিকদের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ। মজুর শ্রমিকদেরকে যদি তারা উপযুক্ত বেতন না দেয়, যথাসময়ে বেতন পরিশোধ না করে, মজুর শ্রমিকদেরকে বিপদগ্রস্থ করার জন্যে সহসা কারখানা বন্ধ করে দেয় তাহলে ইসলামের এ ব্যবস্থা মজুর শ্রমিকদেরকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করবে। এতে মালিক কর্তৃপক্ষের পরাজয় হবে। খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা দানে ইসলামে যাকাতের এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদ ও মালিকদের শোষণ ক্ষমতার বিষদাঁত চুর্ণ করে মজুর শ্রমিকদেরকে নিরবিচ্ছিন্ন এক শান্তির ধারা প্রবাহিত করে।

অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা :

ইসলাম রাষ্ট্রিয় বাজেটে বেকার, দৈহিক অক্ষমতার কারণে চিরতরে নিষ্কর্মা ও উপার্জনহীন লোক, বার্ধক্য, রোগে অক্ষম, পংগু, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ রেখেছে। তাদেরকে সরকারি কোশাগার থেকে এমন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে এবং দারিদ্রের দুঃখময় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেয়ে স্বাচ্ছন্দলাভের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

দারিদ্রক্লিষ্ট ও অন্যান্য লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা :

যারা কোন কারণে নিজেদের প্রয়োজনীয় জীবনধারণের ব্যবস্থা করতে পারেনা, তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত তাদের আত্মীয়স্বজনের ও স্থানীয় সমাজের উপর অর্পন করেছে ইসলাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফের ঘোষণা হলো- وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

"আর নিকট আত্মীয়, মিসকিন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও"২৬

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে তোমাদের পূণ্য নেই। কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল ফিরিশতাগণ, সকল কিতাব এবং নবীগণে ইমান আনল এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহার্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করল, সালাত কায়েম করল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করল, অর্থসংকটে দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করল। তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, তারাই মুত্তাকী।"২৭

সমাজের অভাবীদের অভাব মোচনে কোন উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শনও করার সুযোগ নেই ইসলামে। যদি তাদেরকে অবজ্ঞা করা হয় তবে নামাযিদের নামাযও আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। এ পর্যায়ে সূরা মাউনের উল্লেখ করা যায়-

أَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ . فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ . وَلَايَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ . فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ . وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

"আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি যে ইয়াতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্থকে আহার্য দানে উৎসাহিত করে না। সুতরাং সেই সব নামাযির, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে এবং গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোট খাটো জিনিস সাহায্য দানে বিরত থাকে।"২৮

ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টায় যদি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়, তবে সমাজকে এ দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম। কাজেই ইসলামি সমাজে এমন এক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে যেখানে মানুষের জান, মাল, ইজ্জত বিপদমুক্ত থাকবে। প্রত্যেক এলাকার ধনীদের উপর সেখানকার দরিদ্র জনগনের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব অর্পন করেছে ইসলাম। ইরশাদ হচ্ছে- وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবী বঞ্চিতদের অধিকার।"২৯

শাসকগন ধনীদেরকে একাজ করতে বাধ্য করবেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ . يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَامَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

"যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভুত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। সেদিন

বলা হবে এটা সেই সোনা রূপা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে।"৩০

সমাজের অসহায়দের প্রতি সম্পদ ব্যয় করার প্রতি বাধ্যবাদকতার কারণ সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হলো-

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"যাতে তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মাঝেই সম্পদ আবর্তন না করে।"৩১

অভাবী, অসহায়, নিঃস্ব, দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা দানে সমাজের ধনীরা যখন তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে এগিয়ে আসবে তা যেন যথাযথ খাতে ব্যয় নিশ্চিত হয় সেই ব্যবস্থার বর্ণনায় ইরশাদ হচ্ছে-

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

"লোকেরা কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করবে তা নিজেদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদের জন্য।"৩২

অতঃপর ধনীরা দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তায় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এতে ধনীদের কোন ধরণের কষ্ট, নিজেরা সম্পদ ঘাটতিতে পড়ার কোন ভয় অন্তরে যেন না থাকে এবং তারা যেন আনন্দচিত্তে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন সে জন্যে ইহকাল ও পরকালে তাদের মান-মর্যাদা ও পুরস্কার ঘোষণা করে তাদেরকে সামাজিক উন্নয়নের সকল মহৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

"যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যই এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তেই ব্যয় করে থাকো। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমরা সামান্য পরিমানও প্রবঞ্চনার শিকার হবে না।"৩৩

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের জন্য না আছে কোন ভয় আর না আছে দুশ্চিন্তা।"৩৪

সমাজের অসহায়দের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে সেই সমাজের উন্নয়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কল্যাণ নিহিত আছে। সমাজের মানুষের সাহায্য-সহযোগীতায় ধনীরা এগিয়ে এলে সমাজের চেহারা পাল্টে যাবে এবং উন্নয়নের জোয়ারে অনুন্নয়নের খড়কুটা ভেসে যাবে। সমাজ হবে সুন্দর। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তা একটি শস্যবীজ তুল্য যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক

শীষে একশত শস্যদানা, আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।"৩৫
আল্লাহ উন্নয়নের উদাহরণ পেশ করে বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ঐকান্তিকতার সাথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুসলধারে বৃষ্টি হয়। ফলে তার ফলমূল দ্বিগুন জন্মে। যদি মুসলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে হাল্কা বৃষ্টিতেই যথেষ্ট।"৩৬

ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যারা অভাবগ্রস্থ থাকবে বা দুরাবস্থার সম্মুখীন হবে তাদের অসুবিধা দূর করা এবং তাদের পুনর্বাসন করার দায়িত্ব সরকারের। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে লোক ধন-সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তা তার উত্তরাধীকারীরা পাবে এবং যে লোক অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে তার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে।৩৭

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম তিন পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হলে সমাজে কোন ধরনের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারেনা। একটি সুখী, অভাবমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করতে হলে আল্লাহ রাসূল নির্দেশিত পথে কাজ করে যেতে হবে। এ পথ অনুসরণ করলে বৃদ্ধি পাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিবেগ।

১ [মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ: আগস্ট, ২০১০, পৃষ্ঠা: ২৩]
২ [আল কুরআন, সূরা আল মায়েদা, পারা: ৬, আয়াত: ৩২]
৩ [আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাঈল, পারা: ১৫, আয়াত: ৩৩]
৪ [আল কুরআন, সূরা নিসা, পারা: ৫, আয়াত:৯৩]
৫ [বুখারি শরিফ (কিতাবুদ দিয়াত), খন্ড ২, পৃষ্ঠা: ১০২১]
৬ [নাসাঈ শরিফ, (কিতাবুদ দিয়াত), আশরাফি বুক ডিপো, দেওবন্দ, ১৯৮৫, খন্ড-২, পৃষ্ঠা: ২০৯]
৭ [সালাউদ্দীন মৌলিক মানবাধিকার, মওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ২০১]
৮ [আল কুরআন, সুরা বাকারা, পারা:২, আয়াত: ১৮৮]
৯ [আল কুরআন, সূরা আল হুজরাত, পারা: ২৬, আয়াত:১১]
১০ [আল কুরআন, সূরা আল হুজরাত, পারা: ২৬, আয়াত:১২]
১১ [আল কুরআন, সূরা নিসা, পারা: ৬, আয়াত: ১৪৮]
১২ [আল কুরআন, সূরা আন নূর, পারা: ১৮, আয়াত: ১২]
১৩ [আল কুরআন, সূরা আন নূর, পারা: ১৮, আয়াত: ১৩]
১৪ [আল কুরআন, সূরা আন নূর, পারা: ১৮, আয়াত: ১৬]
১৫ [আল কুরআন, সূরা আন নূর, পারা: ১৮, আয়াত: ১৯]
১৬ [আবু দাউদ শরিফ]
১৭ [বুখারি শরিফ]

১৮ [আল কুরআন, সূরা আন-নূর, পারা: ১৮, আয়াত: ২৭-২৮]
১৯ [সালাহউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ: ২০৮]
২০ [আল কুরআন, সুরা আল হুজরাত, পারা: ২৬, আয়াত: ১২]
২১ [আবু দাউদ শরিফ]
২২ [আল কুরআন, সূরা আল জুমআ, পারা: ২৮, আয়াত: ১০]
২৩ [আল কুরআন, সূরা বাকারা, পারা:৩, আয়াত: ২৭৫]
২৪ [আল কুরআন, সূরা আল হাশর, পারা: ২৮, আয়াত: ৮]
২৫ [মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, উন্নয়ন ইসলামী প্রেক্ষিত (প্রবন্ধ), দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, ইফা, নভেম্বর ২০১৩ইং, পৃষ্ঠাঃ ৯ [পৃষ্ঠা: ২৪০]
২৬ [আল কুরআন, সূরা বনি ইসরাঈল, পারা: ১৫, আয়াত: ২৬]
২৭ [আল কুরআন, সূরা বাকারা, পারা: ২, আয়াত:১৭৭]
২৮ [আল কুরআন, সূরা মাউন, পারা: ৩০, আয়াত: ১-৭]
২৯ [আল কুরআন, সূরা আত তাওবা, পারা: ১০, আয়াত: ৩৪-৩৫]
৩১ [আল কুরআন, সূরা আল হাশর, পারা: ২৮, আয়াত: ৭]
৩২ [আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, পারা:২, আয়াত: ২১৫]
৩৩ [আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, পারা:৩, আয়াত: ২৭২]
৩৪ [আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, পারা:৩, আয়াত: ২৭৪]
৩৫ [আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, পারা:৩, আয়াত: ২৬১]
৩৬ [আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, পারা:৩, আয়াত: ২৬৫]
৩৭ [বুখারি শরিফ, মুসলিম শরিফ]

A.F.B

"দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।
ঘটে ঘটে আছে জারী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । ।"

পপুলার ব্রিক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ

ইট প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ।

প্রোপ্রাইটর ঃ মুহাম্মদ ফোরকান মেম্বার
সভাপতি : আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)
মোহাম্মদপুর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ

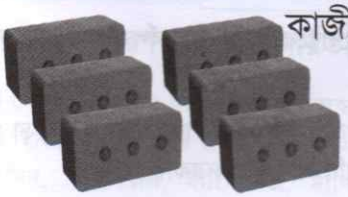

কাজীরখিল, জয়নগর, (পূর্ব রাউজান), রাউজান, চট্টগ্রাম ।
মোবাইল ঃ ০১৯২০-০০১৫৫৩, ০১৮১৭-২৪৪৬১৭
অফিস ঃ মেসার্স খাজা ষ্টীল, মুন্সিরঘাটার পূর্ব পার্শ্বে
রাঙ্গামাটি রোড, রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দেশী ফলের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা

হাসিনা আকতার লিপি
প্রিন্সিপাল নিউট্রিশন অফিসার
চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল

মৌসুমী ফল আমের উপকারিতা

এখন বাজারে প্রচুর মৌসুমী ফল বিশেষ করে দেশী ফল পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে ছোট বড় সকলেরই খুবই প্রিয় ফল আম। বিশেষ করে বৎসরের অন্যান্য মাসে আমরা দেখতে পাই, আমাদের ছেলে-মেয়েরা দোকানের ম্যাংগো জুসের প্রতি অতিমাত্রায় আকর্ষণ। বাজারের ম্যাংগো জুসে থাকে প্রিজারভেটিভ। এটা মোটেই স্বাস্থ্য সম্মত নয়। কাঁচা ফলে পুষ্টি বেশী।

যেমন পাকা আমে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন অর্থাৎ ভিটামিন 'এ'। এছাড়াও বেশ ভালো পরিমাণে আছে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'সি'।

- দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখা ভিটামিন 'এ' এর প্রধান কাজ। চোখের যেসব কোষ আমাদের দেখতে সাহায্য করে, সেসব কোষের প্রধান উপাদান ভিটামিন 'এ'। এসব কোষ গঠনের জন্য কিশোর-কিশোরীদের খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন 'এ' এর প্রয়োজন।
- চামড়া, হাড় ও দাঁতের গঠন ও সুস্থতা রক্ষার জন্য ভিটামিন 'এ' প্রয়োজন। এছাড়া ভিটামিন 'এ' রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
- যেহেতু আম থেকে ভিটামিন 'সি' ও ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই প্রতিদিন অন্ততঃ একটা আম খেয়েও ভিটামিন 'সি' চাহিদা পূরণ করা যায়।
- এছাড়া ভিটামিন 'সি' রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনে সাহায্য করে। দেহের তাপ নিরাময়ে এবং রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সর্দি-কাশি নিরাময় করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ভিটামিন 'এ'-র দৈনিক চাহিদার পরিমাণ :

	আন্তর্জাতিক একক
৯-১২ বছরের ছেলে ও মেয়ে	৪৫০০ I.U
১২ বছরের উর্ধ্বে	৫০০০ I.U

অর্থাৎ প্রতিদিন ১০০ গ্রাম আম খেলেই এই চাহিদা পূরণ হয়ে যায়।

তাই সবাই মৌসুমী ফল বিশেষ করে এই মৌসুমে প্রতিদিন ১টা করে আম খাবে এবং ভিটামিন এ-র চাহিদা পূরণ করে দৃষ্টিশক্তি এবং অন্ধত্ব প্রতিরোধ করবে।

গরমে শরীর বেশী ঘামে। ঘামের সঙ্গে লবণ ও মিনারেল শরীর থেকে বেরিয়ে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বাড়িয়ে দেয়। ইলেক্ট্রোলাইট ইনব্যালেন্সের কারণে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

গরমে বেশী করে পানি পান করতে হবে। সাধারণ সময়ের চাইতে ৬-৮ গ্লাস বেশী পানি পান করুন। এছাড়া প্রচুর তরল খাবার, রসালো ফল, লবণ-পানি, লেবুর শরবত, বেলের শরবত ইত্যাদি পান করা দরকার।

কাঁঠালের পুষ্টিগুন

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। কাঁচা এবং পাকা উভয় অবস্থাতেই কাঁঠাল খাওয়া যায়। কাঁচা কাঁঠাল সুস্বাদু ও মুখরোচক তরকারী হিসাবে এবং পাকা কাঁঠাল রসালো ফল হিসাবে খাওয়া হয়। যা ভিটামিন এ এর উৎকৃষ্ট উৎস। কাঁঠালের মৌসুমে শিশুদেরকে কাঁঠালের রস/জুস করে খাওয়ানো যেতে পারে। তাতে করে ভিটামিন এ এর চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হয়। প্রতি বছর আমাদের দেশে ভিটামিন এ এর অভাবে অনেক শিশু অন্ধত্ব বরণ করে। ভিটামিন এ এর অভাব শিশুর শরীর বেড়ে উঠার ১টি বড় অন্তরায়। ভিটামিন এ এর অভাবে প্রথম ও প্রধান যে সমস্যা হয় তা হলো রাতকানা রোগ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। তাছাড়া কাঁঠালের বিচি এবং বিচি দিয়ে তৈরী তরকারী ও সবার কাছে সমাদৃত। ডায়াবেটিক ব্যক্তি ও দিনে ৩-৪টি কোষ খেতে পারে। তবে ঐদিন অন্য কোন মিষ্টি ফল খাবে না। কাঁঠালের উপকারিতা ও পুষ্টি অনেক। একটি কাঁঠালের ৩৫ ভাগ কোষ এবং বাকি ৬৫ ভাগ চামড়া, ভোতা ও বিচি থাকে। কোষ ও চামড়া ছাড়া কাঁঠালের বাকি ২৮ ভাগেই রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, চর্বি, প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ। কাঁঠালের কোষ, ভোঁতা, ও মোথায় যথেষ্ট পরিমাণে ল্যাকটিন থাকায় এগুলোর রস দিয়ে জ্যাম, জেলী সহজেই বানানো সম্ভব। কাঁঠালের গুণাগুণ ও এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান না থাকায় আমরা শুধু কাঁঠালের কোষ খেয়ে বাকি অংশগুলো ফেলে দেই। অথচ আমরা বুঝতে পারি না কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আমরা অজান্তে অপচয় বা নষ্ট করছি। অপরদিকে কাঁঠালের রস রোদে শুকিয়ে সহজেই কাঁঠালসত্ত্ব তৈরী করা যায়। আমসত্ত্বের মতো কাঁঠালসত্ত্বও অত্যন্ত মুখরোচক। কাঁঠালের বিচি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বর্ষাকালে গ্রামে যখন খাদ্য সংকট থাকে, তখন এগুলো ভেজে কিংবা তরকারী বা ডালের সংগে খাওয়া যায়। এতে প্রোটিনের চাহিদাও পূরণ সম্ভব। কাঁঠালের বিচিকে আলুর বিকল্প হিসাবেও সহজেই ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য প্রযুক্তি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগের মতে, কাঁঠালকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। কাঁঠালের বিচি থেকে বিস্কুট, কেক, পাউরুটি এবং কোষ, ভোতা ও মোথা থেকে জ্যাম, জেলী, আচার ইত্যাদি তৈরী সম্ভব। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত মহিলারা সামান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘরে বসেই এসব তৈরী করতে পারেন এবং বাড়তি আয় করতে পারেন।

উল্লেখযোগ্য পুষ্টিমান

পুষ্টি গবেষণা কাউন্সিলের তথ্যানুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা কাঁঠাল ও কাঁঠালের বিচিতে উল্লেখযোগ্য পুষ্টিমানগুলো জেনে নিন।

উপাদান	পাকা কাঁঠাল	কাঁঠালের বিচি
প্রোটিন	১.৮ গ্রাম	৩ গ্রাম
চর্বি	০.৩০ গ্রাম	০.৪০ গ্রাম
শর্করা	৯.৯ গ্রাম	৫.৪ গ্রাম
ভিটামিন এ	২৯২ আই ইউ	৯২ মিঃগ্রাম
ভিটামিন বি	০.১৫ মিঃ গ্রাম	০.১১ মিঃ গ্রাম
ভিটামিন সি	২১.৪ মিঃ গ্রাম	৬.২ মিঃ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	২৬ মিঃ গ্রাম	২৯.৭ মিঃ গ্রাম
আয়রণ	১.৭ মিঃ গ্রাম	১.৫ মিঃ গ্রাম

কলার অসাধারণ পুষ্টি উপকারিতা

শিশু থেকে বয়স্ক সব ধরণের মানুষই সুস্বাদু ও সুমিষ্ট কলা পছন্দ করে। কলা স্বাস্থ্যকর ফল হিসেবে পরিচিত। কারণ কলা বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি উপাদান যেমন- ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, রিবোফ্লাভিন, ফোলেট, প্যান্টোথেনিক এসিড, নায়াসিন, পটাসিয়াম, ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ডায়াটারি ফাইবার ও প্রোটিনে সমৃদ্ধ। কলার স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে জেনে নিব এবার :

❖ **স্থূলতা কমায় :** কলা খেয়ে আপনি আপনার মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছাপূরণ করতে পারেন। গড়ে একটি কলায় মাত্র ৯০-১১০ ক্যালরি থাকে। তাই ওজন কমতে সাহায্য করে কলা। কলাতে প্রচুর ফাইবার থাকে এবং খুব সহজে হজম হয়ে যায়। তাছাড়া কলাতে কোন ফ্যাট থাকেনা। কলা খেলে পেট ভরা থাকে। কারণ কলা ক্ষুধা সৃষ্টিকারী হরমোন গ্রেলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। তাই বেশি খাওয়ার প্রবণতাও কমে। এভাবে সুস্থ থাকার পাশাপাশি ওজন কমতে সাহায্য করে কলা।

❖ **হাড়কে শক্তিশালী করে :** শক্তিশালী হাড়ের গঠনের গ্যারান্টি দিতে পারে কলা। কারণ কলাতে আছে ফ্রুক্টোলাইকোস্যাকারাইড যা এক ধরণের প্রিবায়োটিক যা অবশেষে প্রোবায়োটিকে পরিণত হয়। প্রিবায়োটিক হচ্ছে এমন কার্বোহাইড্রেট যা মানুষের শরীরে হজম হয়না। প্রোবায়োটিক হচ্ছে অন্ত্রের উপকারি ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া খনিজ ও পুষ্টি উপাদানের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। কলা ক্যালসিয়ামের শোষণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে হাড়কে শক্তিশালী করে।

❖ **আরথ্রাইটিস :** কলায় অ্যান্টিইনফামেটরি উপাদান আছে। তাই আরথ্রাইটিসের প্রদাহ, ফোলা ও যন্ত্রণা কমাতে পারে কলা। প্রতিদিন ১ টি কলা খেয়ে ব্যথামুক্ত থাকতে পারেন।

❖ **ওজন বৃদ্ধি করে :** কলা ওজন কমাতে সাহায্য করার পাশাপাশি ওজন বৃদ্ধিতেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে। দুধের সাথে কলা খেলে ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দুধ প্রোটিন সরবরাহ করে আর কলা চিনি সরবরাহ করে। এছাড়াও কলা যেহেতু সহজে হজম হয়ে যায় তাই একজন মানুষ খুব সহজেই ৫-৬ টি কলা খেতে পারেন। এর ফলে ৫০০-৬০০ ক্যালরি গ্রহণ করা হয় যার মাধ্যমে ওজন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কলা দ্রুত এনার্জি প্রদান করতে সক্ষম।

❖ **কোষ্ঠকাঠিন্য :** কলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ডায়াটারি ফাইবার থাকে যা বাউয়েল মুভমেন্টকে মসৃণ করে। যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। অন্ত্রের অন্যান্য রোগ নিরাময়েও সাহায্য করে কলা। কোলোর‍্যাক্টাল ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় কলা।

❖ **আলসার :** প্রাচীনকাল থেকেই কলা এন্টাসিড ফুড হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। কারণ কলা অন্ত্রের এসিডের নিঃসরণ কমায়। কলাতে প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর আছে যা পাকস্থলীর আলসার সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে দূর করে। হার্টবার্ন কমতে সাহায্য করে কলা।

❖ **কিডনি ডিজঅর্ডার :** কলা বিভিন্নভাবে কিডনির সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। পটাসিয়াম দেহের তরলের ভারসাম্য রক্ষা করে ও মূত্রত্যাগে উৎসাহিত করে। বেশি পরিমাণে ইউরিনেশনের মাধ্যমে শরীর বিষমুক্ত হয়। এছাড়াও কলাতে পলিফেনোলিক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান থাকে যা কিডনির কাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

❖ **চোখের স্বাস্থ্য :** অন্য অনেক ফলের মতোই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ক্যারোটিনয়েডে পরিপূর্ণ এবং সঠিকমাত্রার খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। স্বাভাবিক মাত্রায় কলা ও অন্যান্য ফল খাওয়ার ফলে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, ছানি, রাতকানা ও গ্লুকোমার প্রকোপ কমায়।

❖ **অ্যানেমিয়া :** কলায় উচ্চমাত্রার আয়রণ থাকে বলে অ্যানেমিয়া দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে কলা। লাল রক্ত কণিকার উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে আয়রণ।

❖ **কার্ডিওভাস্কুলার সুরা :** কলা বিভিন্নভাবে কার্ডিওভাস্কুলার সুরা প্রদান করে। কলাতে পটাসিয়াম থাকে, আর পটাসিয়াম রক্তচাপ কমায়। কলা ভাসুডিলেটর হিসেবে কাজ করে, ধমনী ও শিরার টেনশন কমিয়ে এদের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলকে মসৃণ করে এবং বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন পৌঁছে দিয়ে তাদের কাজের উন্নতি ঘটায়। এর মাধ্যমে এথেরোসক্যারোসিস, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। কলার ফাইবার রক্তনালীর অতিরিক্ত কোলেস্টেরল কমায়।

আনারসের পুষ্টিগুন ও উপকারিতা

আনারস আমাদের সবার কাছেই প্রিয় একটি ফল। এটি খুবই রসালো সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এটি গ্রীষ্মের সময়ে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। শহর কিংবা গ্রামে সব বয়সীর কাছে এটি একটি জনপ্রিয় ফল। এটি দেখতেও খুব চমৎকার। আনারস বিশ্বের অন্যতম সেরা ফল। এর বৈজ্ঞানিক নাম আনানাস স্যাটিভাস। আকর্ষণীয় সুগন্ধ ও অম্লমধুর স্বাদের জন্য আনারস অনেকের কাছেই সমাদৃত। বাংলাদেশে সাধারণত চার জাতের আনারস চাষ করা হয়। জায়েন্ট কিউ, কুইন, হরিচরণ ভিটা ও বারুইপুর।

আনারসের পুষ্টিগুণ

- আনারসে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অ্যানজাইম ব্রোমেলেইন।
- আনারসে প্রচুর পরিমান ভিটামিন 'সি'-পাওয়া যায়।
- আনারসে ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ উপাদান, যা দেহের এনার্জি বাড়ায়।
- এতে আছে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি১, যা শরীরের জন্য একান্ত অপরিহার্য।
- এটি খুব কম ক্যালরি দেয়। ১০০ গ্রাম আনারস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৫০ কিলোক্যালরি।
- এতে কোনো কোলেস্টেরল নেই।
- এতে আছে পেকটিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটরি ফাইবার।
- এতে আছে ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সের ফলেট, থিয়ামিন, পাইরিওফিন, রিবোফ্লাভিন।
- খনিজ উপাদান হিসেবে আছে কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও পটাসিয়াম।

আনারসের উপকারিতা

- আনারস দেহের গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
- গয়টার অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।
- আনারস উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অনেক উপকারী।
- আর্থ্রাইটিস রোগ উপশমে সহায়তা করে।
- ক্ষুদ্রান্ত্রের জীবাণু ধ্বংসে আনারস খুবই উপকারী।
- কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং মর্নিং সিকনেস অর্থাৎ সকালের দুর্বলতা দূর করে।
- এটি ওভারিয়ান, ব্রেস্ট, লাং, কোলন ও স্কিন ক্যান্সারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বার্ধক্যজনিত চোখের ত্রুটি প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- এছাড়া আনারস জ্বরের ও জন্ডিস রোগের জন্য বেশ উপকারী।
- এছাড়া আনারস ত্বকের জন্য বিশেষ উপকারী যেমন-তৈলাক্ত ত্বক, ব্রণসহ সব রূপলাবণ্যে আনারসের যথেষ্ট কদর রয়েছে। চুলের যত্নেও আনারসের রস যথেষ্টউপকারি।

এক কথায় দেহের পুষ্টি সাধন এবং দেহকে সুস্থ সবল ও রোগ নিরাময় রাখার জন্য আনারসকে একটি অতুলনীয় এবং কার্যকরী ফল বলা চলে। তাই আমাদের প্রচুর পরিমানে আনারস খাওয়া উচিৎ।

পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ফল জাম

জাম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। জামের আছে নানা গুণ। জাম আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে, দেহের প্রতিটি প্রান্তে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। ফলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করে। চোখের ইনফেকশনজনিত সমস্যা ও সংক্রামক (ছোঁয়াচে) রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। রাতকানা রোগ ও চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে। এমন রোগীর জন্য জাম ভীষণ উপকারী। জামে গার্লিক এসিড, ট্যানিস নামে এক ধরনের উপকরণ রয়েছে, যা ডায়রিয়া ভালো করতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস রোগ ও হরমোনজনিত রোগীদের জন্য এই ফল যথেষ্ট উপযোগী। কারণ, জাম রক্ত পরিষ্কার করে, শরীরের দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কমিয়ে দেয়ে। আমাদের নাক, কান, মুখের ছিদ্র, চোখের কোনা দিয়ে বাতাসে ভাসমান রোগ-জীবাণু দেহের ভেতর প্রবেশ করে। জামের রস এই জীবাণুকে মেরে ফেলে।

এই গরমে নানা মিষ্টি ফলের ভিড়ে অন্যরকম আবেদন সৃষ্টি করে টক-টক একটু কষসমৃদ্ধ জাম। শুধু খেতেই নয়, পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ফল জাম। তবে গ্রীষ্মকালীন ফল হলেও খুব বেশিদিন বাজারে দেখা যায়না ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ এই ফলটি। জাম খেতে সামান্য কষভাব রয়েছে। তবে রোগ নিরাময়ে জামের রয়েছে ভেষজ ও পুষ্টি গুণ অনেক। শুধু এর নরম মাংসল অংশটাই নয়, এর বীজেও ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয়।

প্রতি ১০০ গ্রামের জামের পুষ্টিগুণ ঃ ১০০ গ্রাম জামে ক্যালরি আছে ৬০, এতে কার্বোহাইড্রেট আছে ১৫.৫৬ গ্রাম, ফ্যাট ০.২৩ গ্রাম, প্রোটিন ০.৭২ ভিটামিন এর মধ্যে আছে এ ও সি এবং মিনারেল এর মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম ও আয়রণ।

- ❊ জামের পেটের জন্য উপকারী। এতে পেটের রোগ সেরে যায়। ক্ষুধামন্দা বা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।
- ❊ বর্তমানে কিছু দেশে জাম দিয়ে বিশেষ ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে, যা ব্যবহারে চুল পাকা বন্ধ হয়।
- ❊ গলার সমস্যার ক্ষেত্রে জাম ফলদায়ক। জাম গাছের ছাল পিষে পেস্ট তৈরি করে তা পানিতে মিশিয়ে মাউথ ওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতেগলা পরিষ্কার হবে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, মাড়িতে কোনো সমস্যা থাকলে তাও কমে যাবে।
- ❊ জামে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। প্রকৃতির এই পরিবর্তনের সময় জ্বর, সর্দি ও কাশির প্রবণতা বাড়ে, জামে এটি দূর হয়।
- ❊ জামের ভিটামিন এ চোখ ভালো রাখতে সাহায্য করে। সঙ্গে স্নায়ুগুলোকে কর্মক্ষম রেখে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা বাড়ায়।
- ❊ জামে থাকা গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ ও ফ্রুকটোজ কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরেও শক্তি সঞ্চিত করে।
- ❊ দাঁত, চুল ও ত্বক সুন্দর করতে খেতে পারেন জাম। জামের উপাদানগুলো ত্বক ও চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।
- ❊ ক্যানসারের জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ক্ষমতা আছে জামের। বিশেষ করে মুখের ক্যানসার প্রতিরোধে এটি অত্যন্ত কার্যকর।
- ❊ জামে থাকা ক্যালসিয়াম, আয়রণ, পটাশিয়াম ও ভিটামিনগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে।
- ❊ এই ফলের উপাদানগুলো মেমোরি সেলগুলোকে উজ্জীবিত করে স্মৃতিশক্তি বাড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখে। টসটসে জাম পুষ্টিতেও ঠাসা।
- ❊ নিয়মিত জাম খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। জাম ডায়াটরি ফাইবারে পূর্ণ। তাই দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্যে

যাঁরা ভুগছেন, তাঁরাও জাম খেলে উপকার পাবেন।

* যাঁদের কোনো কিছুই মুখে রোচে না, তাঁরা রুচি ফিরিয়ে আনতে জাম খেতে পারেন। ভ্রমণজনিত বমিভাবও দূর করে এই ফল।
* যাঁরা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন, তাঁরা নিয়মিত জাম খেতে পারেন। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে জামের জুড়ি নেই।
* নিয়মিত জাম খেলে হৃদরোগ এড়ানো যায়।
* ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও আছে সুখবর। রক্তে চিনির মাত্রা সহনীয় করে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জামের জুড়ি নেই।

আমলকির পুষ্টিগুণ

আমলকি আমাদের দেশী ফলগুলোর ভেতর একটি। এর ভেষজ গুণ রয়েছে অনেক। প্রতিদিন একটি আমলকি খাওয়ার অভ্যাস করুন। আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, আমলকিতে পেয়ারা ও কাগজি লেবুর চেয়ে ৩ গুণ ও ১০ গুণ বেশি ভিটামিন সি রয়েছে। আমলকিতে কমলার চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি, আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ বেশি, আমের চেয়ে ২৪ গুণ এবং কলার চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ভিটামিন সি রয়েছে। চলুন, জেনে নেয়া যাক আমলকির কিছু উপকারিতা-

* শরীরে ভিটামিন সি এর ঘাটতি মেটাতে আমলকির জুড়ি নেই। ভিটামিন সি এর অভাবে যেসব রোগ হয়, যেমনঃ স্কার্ভি, মেয়েদের লিউকরিয়া, অর্শ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমলকি খেলে উপকার পাওয়া যায়।
* হার্টের রোগীরা আমলকি খেলে ধরফরানি কমবে। টাটকা আমলকি তৃষ্ণা কমাতে, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া বন্ধ করে, পেট পরিষ্কার করে।
* আমলকি খেলে মুখে রুচি বাড়ে। এছাড়া পেটের পীড়া, সর্দি, কাশি ও রক্তহীনতার জন্যও খুবই উপকারী।
* পিত্ত সংক্রান্ত যেকোনো রোগে সামান্য মধু মিশিয়ে আমলকি খেলে উপকার হয়।
* বারবার বমি হলে শুকনো আমলকি এককাপ পানিতে ভিজিয়ে ঘন্টা দুই বাদে সেই পানিতে একটু শ্বেত চন্দন ও চিনি মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়। নিয়মিত কয়েক টুকরো করে আমলকি খেলে চোখের দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকে। আমলকি খিদে বাড়ায়, শরীর ঠান্ডা রাখে।
* বিভিন্ন ধরনের তেল তৈরিতে আমলকি ব্যবহার হয়। আমলকি থেকে তৈরী তেল মাথা ঠান্ডা রাখে। কাঁচা বা শুকনো আমলকি বেটে একটু মাখন মিশিয়ে মাথায় লাগালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। কাঁচা আমলকি বেটে রস প্রতিদিন চুলে লাগিয়ে দুতিন ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এভাবে একমাস মাখলে চুলের গোড়া শক্ত, চুল উঠা এবং তাড়াতাড়ি চুল পাকা বন্ধ হবে।

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ঔষধের মতো উপকার করে আমলকি। যতো খুশি তত খাওয়া যায়।

পুষ্টি উপাদানে অনন্য আমড়া

বর্ষাকাল হচ্ছে আমড়ার শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় আমড়া বাজারে আসা শুরু করে। সাধারণ ফল বিক্রেতাসহ সবজি বিক্রেতাদের কাছেও আমড়া মেলে। সবজি বা আচারে এই ফলের তুলনা হয় না। স্বাদে অসাধারণ এবং পুষ্টিগুণে অনন্য আমড়া ফল।

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী আমড়াতে পাওয়া যাবে শর্করা ১৫ গ্রাম, আমিষ ১.১ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৫ মিলিগ্রাম, লৌহ ৩.৯ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৮০০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.২৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৯২ মিলিগ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৬ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি। এসব উপাদান আপনার শরীরকে রাখে নানা রোগ থেকে মুক্ত।

আসুন জেনে নেয়া যাক পুষ্টি উপাদানে অনন্য আমড়া সম্পর্কে-

- রক্তে থাকা ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে আমড়া সাহায্য করে দারুণভাবে।
- স্ট্রোক ও হৃদরোধ প্রতিরোধে আমড়ার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
- আমড়াতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম। মাড়ি ও দাঁতের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে এসব উপাদান সাহায্য করে।
- এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যআঁশ, যা বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- খিঁচুনি, পিত্ত ও কফ নাশক হিসেবে আমড়ার রয়েছে বহুল ব্যবহার।
- আমড়ায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ক্যানসারসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহায়তা করে।
- অরুচি ও শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপকে দূর করতে সাহায্য করে আমড়া।
- ত্বক, নখ ও চুল সুন্দর রাখে আমড়ার গুণের পরিচয়। ত্বকের নানা রোগও প্রতিরোধ করে।

"কলির পাপী উদ্ধারিতে মুহাম্মদ কাণ্ডারীরে।
তান কাজের মূলাধার গাউছে মাইজভাণ্ডারীরে।।"

প্রোপাইটর
মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন মানিক
আহবায়ক
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া বৃক্ষভানপুর শাখা
মোবাইল : ০১৮১৫-৩৪৪৪৪৭

ভাণ্ডারী ক্লথ এন্ড সু ষ্টোর

এখানে নিত্য নতুন ডিজাইনের শাড়ী, লুঙ্গী, শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, বাচ্চাদের রেডিমেইড পোষাক সহ জুতা, সেন্ডেল ও ছাতা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাঁচ পুকুরিয়া, বৃক্ষভানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
জাহেদ হাসান : ০১৮২৮-৭৩৫৮৭৩

"আহবান আসিল মোরে মর্তুজা হইতে।
নূরে চেরাগে আহমদ মোস্তফা হইতে।।"

সাজতে ও সাজাতে সময়ের সাথে...

শাড়ীকা

অভিজাত বস্ত্র বিতান

প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মদ নুর উদ্দিন (সুমন)
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-০৩২৪৩০

শাড়ী, লুঙ্গি, থান কাপড়, থ্রী-পিচ, গার্মেন্টস পোষাক ও বিবাহ সামগ্রী'র বিপুল সমারোহ।

শাখা-১ : ১/২নং, হারুন প্লাজা, অগ্রণী ব্যাংকের সামনে আমিরহাট, রাউজান, চট্টগ্রাম।

শাখা-২ : ৫১/৫২নং, ডিউ বিজি শপিং কমপ্লেক্স (নীচ তলা) মধ্যম গলি, রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

দীদারে এলাহী লাভে

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকায় সাধনা- (দ্বাদশ পর্ব)

- আবদুল মতিন

৩) মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু ঃ

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরীকায় দীদারে এলাহী লাভের সাধন প্রক্রিয়া উসুলে সাবআ'র অনুশীলনে মউতে আরবা'য় **"মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু"** একটি অন্যতম অনুসংগ। ইহা কামভাব ও লালসা মুক্তিতে হাছেল হয় এবং এতে বেলায়ত প্রাপ্ত হয়ে অলীয়ে কামেলদের মধ্যে গন্য হয়।

কামভাব লোভ লালসা মানুষকে পশুর স্তরে নিয়ে আসে। পাপের পথে ধাবিত হয়। যার প্রভাবে সামাজিক বা ধর্মীয় অনুশাসন পরিপন্থী অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সমাজে অন্যায় অনাচার অবিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

রসুলে করিম (সঃ) বলেছেন ঃ "আমার কওমের জন্য যাহা আমি সবচাইতে অধিক ভয় করি তাহা কাম প্রবৃত্তি এবং দীর্ঘ - আশা"। (মেশকাত)

কাম প্রবৃত্তি হতে সাবধনতা অবলম্বনে আল্লাহ রাব্বুলআলামীন বলেন ঃ"মুসলমান পুরুষদেরকে আপনি নির্দেশ দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সমূহকে নিচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোকে হেফাজত রাখে।" (সূরা আন-নূর, আয়াত- ৩০)

"এবং মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদে দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের স্বতীত্বকে হেফাজত করে।" (সূরা আন-নূর,আয়াত- ৩১)

লোভ সর্ম্পকে প্রবাদ আছে ঃ

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন, অতএব কর সবে লোভ সংবরন"।

লোভের সাথে হিংসা ওতপ্রেতভাবে জড়িত। মানুষের অন্তরে যখন লোভের জন্ম হয় তখন সে অন্যের উন্নতি দেখতে পেয়ে হিংসুক হয়ে উঠে। পরশ্রীকাতরতায় ভোগে যা মানুষকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যায়। পরশ্রীকতার ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভোগে, প্রতিহিংসার অনলে পুড়তে থাকে। অপরিমিত লোভ পাপ কর্ম করার প্রবনতা সৃষ্টি করে। আর অন্যায় পাপ কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসে। ফলে অনেক সময় সে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে। সুতরাং অন্যায় পাপ কর্ম হতে নিজেকে দূরে রাখার অন্যতম উপায় হলো লোভ সংবরন করা। আল্লাহ পাক যখন যে হালে রাখেন তার উপর সবর ধারন করলে লোভ হতে পরিত্রান পাওয়া যায়। উপরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি রাখাই শ্রেয়।

রসুলে করিম (সঃ) বলেন-"তোমরা তোমাদেরকে নিম্নস্তরের লোকদের সঙ্গে নিজেকে বিবেচনা কর। আর তোমাদের উচ্চ স্তরের লোকদের সঙ্গে নিজেকে কোনদিনও তুলনা করিও না। তাদের দিকে ভুলেও তাকিও না। আর যতটুকু পেয়েছ, যাই পেয়েছ এতেই পরিতুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র শোকর আদায় কর।"

রসুলে করিম (সঃ) বলেন ঃ"যদি কারো মনে কোন পার্থিব বস্তু পাওয়ার বাসনা জাগ্রত হয় আর সে তা প্রদমিত করে রাখে। আল্লাহতায়ালা তার গোনাহ মাফ করে দেন।" লোভ ত্যাগ সহজ সরল জীবন যাপনে সহায়ক ভুমিকা রাখে, সমাজে সম্মানিত হওয়া যায়।

অলীয়ে কামেলদের জীবন যাপন প্রনালী অনুসরন করলে লোভ লালসা হতে মুক্তি লাভ করা সহজ। খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর রচিত বেলায়তে মোত্‌লাকাতে উল্ল্যেখ করেন ঃ" সম্পদ তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হতে দেখা যায়; অথচ-কি সম্পদ,কি বৈষয়িক সম্মানের জন্য তাঁহারা অন্যের নিকট আনাগোণা হইতে বিরত থাকেন।

হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর নির্মোহ জীবন চরিতের বর্ণনায় অছীয়ে গাউছুল আজম (কঃ) তাঁর রচিত বেলায়তে মোত্‌লাকাতে উল্ল্যেখ করেন ঃ"কুমিল্লার নওয়াব হোচ্ছানুল হায়দার প্রেরিত বহু উপহার ও টাকার স্তুপ লাঠির আঘাতে বিক্ষিপ্তভাবে ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছি। লোকজনের আনীত টাকা পয়সা ও মালামাল অধিকাংশ যখন তখন লোকজনের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন, কিছু অংশ ভক্ত মোছাফের ও পরিবার পরিজনদের জন্য ঘরে পাঠাইয়া দিতেন।"

ইহা আমাদের জন্য নির্মোহ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অনুশীলনের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব সদায় বলেন ঃ "উপরের দিকে না তাকিয়ে নীচের দিকে তাকাও, তোমার চেয়ে অনেক কষ্টে দিনানিপাত করার লোক দেখতে পাবে।"

অধিক সঞ্চয়ের ইচ্ছে মানুষকে লোভী করে তোলে। ধন সঞ্চয়ে সমাজে বা ব্যক্তি জীবনে প্রতিদ্বন্তিতা, প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। কোরআন-"দুলাত" অর্থ্যৎ অতি সঞ্চয়কে পছন্দ করেন না। যেমন, কোরআন পাকের সূরায়ে হাসরের সপ্তম আয়াতে আছে-"গণিমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে রসূলের বন্টন মানিয়া নও। তোমাদের ধনীদের মধ্যে অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় হউক, আল্লাহ তা পছন্দ করেন না"

অতএব কামভাব, লোভ লালসা হতে বিরত থাকতে পারলে অন্তঃকরন নিস্কলুষ হয়ে উঠবে এবং লাল মৃত্যুর বৈশিষ্টে উপনীত হয়ে বেলায়ত অর্জনের মাধ্যমে অলীয়ে কামেলের পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যাবে।

৪) মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু ঃ

উসূলে সাবয়া'র সাধন প্রক্রিয়ায় **"মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু"** একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্থ হলে ইহা হাছেল হয়। যার ফলে মানব অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কামনা বাসনা থাকে না। মানবে সূফী চরিত্রের পরিস্ফুরণ ঘটে। ইহা বেলায়তে খিজরীর অর্ন্তগত।

নির্বিলাস জীবন যাপন অর্থ হচ্ছে বিলাস বহুল জীবন যাপন হতে বিরত থাকা। বিলাসী জীবন যাপন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আর এই অর্থের যোগান দিতে মানুষ অনৈতিক কাজ তথা ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। যাহা ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে গর্হিত কাজ হিসাবে বিবেচিত। ইহার ফলে মানব সত্ত্বার কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার ফলে সু-প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া পড়ে। অন্তর হতে খোদাভীতি দূরে সরে পড়ে। আর নির্বিলাস জীবন যাপনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় না বিধায় অনৈতিক কাজ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। মনে এক ধরনের ঐশী প্রশান্তি বিরাজ করে, স্বর্গীয় অনুভুতি প্রাপ্ত হয়। অল্পতেই তুষ্ট হয়ে খোদার প্রশংসায় রত থাকে। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্থ হলে পৃথিবীতে ধন-কেন্দ্রীক প্রতিযোগীতা হ্রাস পাবে।

এই প্রসংগে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর পবিত্র বানী ঃ"কবুতরের মত বাছিয়া খাও। হারাম খাইওনা। হালাল রুজী তালাশ কর। সন্তান সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর।"

তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে বলিতেন ঃ " দুনিয়া মোছাফেরীর জায়গা এখানে আড়ম্বরের দরকার কি?"

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ "যাহার যে দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, তাহা ত্যাগ করাই তাহার ইসলামের সৌন্দর্য্য"।

যাহারা দিনার, দেরহাম, অলংকার এবং মুল্যবান পোশাকের গোলামীতে নিয়োজিত, তাহারা অতিশয় জঘন্য লোক।" (বোখারী)

নবী রসুল অলীয়ে কামেলদের জীবন চরিত নির্বিলাস জীবন যাপন এর উজ্জল দৃষ্টান্ত।

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ধন-সম্পদ স্ফীতি বিরোধ নীতি এবং অভাব বিমুক্ত নির্বিলাস জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন। তিনি অলংকার প্রথাকে ভালবাসতেন না। অনেককে তিনি নাক, কান, গলা হতে অলংকার নামিয়ে রাখতে হুকুম দিতেন। তিনি আড়ম্বরমূলক খুশী পছন্দ করতেন না। কেহ শাদী শব্দ উল্লেখে করে বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে বলতেন "রসুলুল্লাহ এই জগতকে "দারুল হাজান " পেরেসানীর স্থান বলিয়াছেন তুমি আমাকে খুশী শুনাইতে আসিয়াছ।"

অছীয়ে গাউছুল আজম (কঃ)ও সাদাসিধে নির্বিলাস জীবন যাপনের প্রতীক। তিনি কনুইর নিম্ন পর্যন্ত লম্বিত সাদা কাপড়ের জামা, সেলাই বিহীন লুঙ্গি, সাদা টুপী, শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী চাদর এবং পায়ে কাঠের খড়ম ব্যবহার করতেন।

মুর্শিদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেবও নির্বিলাস জীবন যাপন এর এক উজ্জ্বল অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত রেখে চলেছেন।

নির্বিলাস জীবন যাপনই সাধককে খোদার নৈকট্য লাভের পথে আগাইয়া নেয়। সাধক 'ছাহেবে তাছাররোফ' হয়ে যায়।

এই কোরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পন্থা যাহা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে। (বেলায়তে মোত্লাকা)।

এই সপ্ত পদ্ধতি কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকামী। "যেহেতু, এই মুক্তি পদ্ধতি নেহায়ত ঝামিলামুক্ত, উৎসাহমূলক, আনন্দদায়ক, হিংসা বিহীন এবং উভয় জগতের উন্নয়ন মূলক নীতি, দেশ জাতি, সাদা কালো, সংসারী ও অসংসারী, সকলের জন্য উপদেশ ও সহজসাধ্য বিধি ব্যবস্থা। এই পথচারী সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল বুঝিতে এবং উপভোগ করিতে সমর্থ। যাহা মশীয়তে ইয়াজদানীর বৈশিষ্টপূর্ন এবং সার্বজনীন যুগোপযোগী ব্যবস্থা ও রীতিনীতি।" (মুলতত্ত্ব)।*

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এঁর এই উসুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির অনুসরন অনুশীলন করে সফলতা আনয়নের ক্ষেত্রে উত্তম আংগিক হলো তাঁর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করা। আনুগত্য মানে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ অর্থ্যাৎ তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন তথা ঈমান আনা। কারণ ঈমান বা বিশ্বাস না থাকলে অনুকরন বা অনুসরন সঠিক পর্যায়ে হবে না, ফলে সাধনায় কোন ফল আনীত হবে না। এই প্রসংগে মুর্শিদে বরহক, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব এঁর বানী প্রনিধানযোগ্য। তাঁহার বানী ঃ "ঈমান ছাড়া এত্তেবা হয় না, এত্তেবা ছাড়া মোত্তাবেয়ীন হওয়া যায় না।" আর হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব এঁর সাথে রূহানী সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে উত্তম আংগিক হলো তাঁর শজরার ধারাবহিকতায় অর্ন্তভুক্ত মনোনীত গদীর স্থলাভিষিক্ত সাজ্জাদানশীন খেলাফতপ্রাপ্ত পীরে তরিকতের পবিত্র হস্তে বায়াত গ্রহন যা হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ছাহেব এঁর নিকট বায়াত গ্রহনের শামিল। হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী(কঃ) ছাহেব এঁর প্রবর্তিত সপ্ত পদ্ধতি বা উছুলে ছাবয়া'র হেদায়তের এই ধারা গদীর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত সাজ্জাদানশীনের মাধ্যমে হাশরতক্ জারী থাকিবে।

"সংসার জীবন যাত্রায় যেমন বাসন- কোষণ পরিস্কার করিয়া পূনঃ কার্যকরী শক্তি লাভ করে; তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিও সংসার ঝামিলা হইতে মুক্ত ও পরিস্কার হইয়া কার্যকরী শক্তি লাভ করিবে।"(বেলায়তে মোত্লাকা)

"হজরত আক্দাছের এই সার্ব্বজনীন শুদ্ধি প্রণালীর প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়, তিনি বিশ্বত্রাণ কর্ত্তৃত্ব গাউছুল আজম;

নিছবতাইনে আ'দমীর বা আগত বিগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী।

যেহেতু, এই মুক্তি পদ্বতি নেহায়ত ঝামিলামুক্ত, উৎসাহমূলক, আনন্দদায়ক, হিংসাবিহীন এবং উভয় জগতের উন্নয়নমূলক নীতি। দেশ, জাতি,সাদা, কালো,সংসারী ও অসংসারীর জন্য উপদেশ ও সহজসাধ্য বিধি ব্যবস্থা। এই পথচারী সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল বুঝিতে ও উপভোগ করিতে সমর্থ। যাহা "মশীয়তে ইয়াজদানীর" বৈশিষ্টপূর্ণ এবং সার্ব্বজনীন যুগোপযোগী বিধি ব্যবস্থা ও রীতিনীতি।" ("মূলতত্ত প্রথম খন্ড)।

"তোমাদের কাছে আমার নিকট হইতে হেদায়ত ও সৎ পথ পরিচালনাকারী নীতি আসিবে। যে ব্যক্তি আমার হেদায়তের অনুসরণ করে তাহার কোন ভয় নাই এবং কোন প্রকার চিন্তাযুক্তও হইবে না।" (সূরা বাকারা)

পবিত্র কোরআন করীমার উক্ত বর্ণিত আয়াতের আলোকে বর্তমান বৈশ্বিক অসিহুষ্ণু পরিবেশ পরিস্থিতিতে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর যুগ প্রবর্তক অলীউল্লা হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ (কঃ) ছাহেব কেবলা কাবার প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকায় উসুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতির অনুসরণ অনুকরণ অনুশীলন দীদারে মওলা অর্জনে উত্তম পন্থা।

"হজরত আক্দাছের এই বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর বদৌলতে বা প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার জঞ্জালপূর্ণ নিগড়ে আবদ্ধ বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী যুগের সাধন-পদ্বতি বা তজকীয়ায়ে নফ্ছের বিধি ব্যবস্থার তুলনায় মানবীয় চারিত্রিক উন্নয়ন, সংসার জীবন যাত্রা সুগম, ভৌতিক আড়াল মুক্তি ও খোদা সান্নিধ্যতার দিক দিয়া এই "উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্বতি"কে ঝামিলা মুক্ত সহজ-সাধ্য এবং সার্বজনীন রূপে দেখা যায়।"(গঠনতন্ত্র আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)।

এ প্রসংগে খাদেমুল ফোক্রা হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ অছীয়ে গাউছুল আজম (কঃ) তাঁর রচিত কিতাব 'বেলায়তে মোত্লাকা'তে বর্ণনা করেন ঃ" জীবন নামে খ্যাত পুকুরের বিশুদ্ধ পানি পান করিয়া মানবকুল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে তদ্রুপ হজরতের বেলায়ত সূধা পানকারীও ছুফী মতানুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করিয়া পবিত্র হাদীছ মতে "মূতু কব্লা আনতমূতু" রূপ চারি প্রকার ইচ্ছা মুত্যুকে বরণ করতঃ খোদা পরিচিতি জগতে ছুফী পরিভাষা মতে "হায়াতে আবদী" নামক নিত্য জীবন লাভ করে। ইহার সাহায্যে মানব, খোদা পরিচিত জগতে উন্নীত হইয়া উর্দ্বতম সত্যবস্তু সৃষ্টার সংগে যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া নিজ স্রষ্টা সম্বন্ধে এক "কশফী" নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে; যাহা সন্দেহের অতীত।"

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত সপ্ত পদ্বতির-মউতে আরবায় এর দেহ তত্ত্বমূলক প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ উৎকর্ষমূলক বিধি ব্যবস্থাতে "ছালেক" বা খোদা পথচারী বেলায়তে খিজরী স্তর তক উন্নীত হতে সমর্থ হয়।

"ফানায়ে ছালাছা ও মউতে আরবা'য়" এই সাত প্রকার শুদ্ধি প্রনালী বা কর্মপন্থা কার্যকরী প্রত্যক্ষ কোরআনী হেদায়ত বলিয়া তিনি সাব্যস্থ করেন, যাহা সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও সহজসাধ্য আইনুল একীন ও হাক্কুল একীন জনিত বস্তু।"

"বর্তমান নৈতিক পতন যুগে, মোহাচ্ছন্ন-মানবের ত্রাণ কর্তৃতে হজরত আক্দাছের হেদায়ত ধারা "উছুলে ছাবআ" বিশ্ব মানবতার জীবন কাঠি হিসাবে কতই জরুরী ও সার্বজনীন মুক্তির দিশারী তাহা সহজেই ধরা পড়িবে।" (বেলায়তে মোত্লাকা)। (চলমান)

সংগঠন সংবাদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে মাইজভাণ্ডার পাঁচপাড়ায় বৃক্ষ বিরতণ কর্মসূচী-২০১৭

আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব কর্তৃক মানব কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচী সমূহের আওতায় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে গত ২০ এপ্রিল'১৭, বৃহস্পতিবার, সকাল দশ ঘটিকায় গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে মাইজভাণ্ডার পাঁচ পাড়ার নির্দিষ্ট ৫০ জনকে ১০০০ (এক হাজার) বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

উক্ত বৃক্ষ বিরতণ কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)। মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, যুগ্ম সচিব জনাব শেখ মুহাম্মদ আলমগীর, দারুত-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, জনাব আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, জনাব মোশারফ হোসাইন, দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক, জনাব আলী আসগর চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আলহাজ্ব মুহিউদ্দীন এনায়েত, আইন বিষয়ক সম্পাদক, আবদুল মতিন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জনাব অধ্যাপক মেজবাউল আলম শৈবাল এবং মাইজভাণ্ডার পাঁচ পাড়ার সর্দারসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঔষধী গ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষে ঔষধী চারা বিরতণ করছেন সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

আন্তর্জাতিক-কাতারে নায়েব সাজ্জাদানশীন (মঃ) এঁর সফর

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) আন্তর্জাতিক কাতারে অবস্থিত দায়রা শাখা সমূহে গত ৩০ এপ্রিল'১৭ হতে ০৪ মে'১৭ পর্যন্ত সময় আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ছাহেব সফর করেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর সঠিক নীতি-আদর্শ বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার লক্ষে আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এঁর অনুমোদন ক্রমে নায়েব সাজ্জাদানশীন (মঃ) ছাহেব আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে সমস্ত দেশ সমূহে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)'র দায়রা শাখা কমিটি গঠিত হয়েছে সে সমস্ত দায়রা শাখা সমূহে সফর করে থাকেন।

সেই ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত তারিখে কাতারে প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কাতার দোহা দায়রা শাখা, আল শাহনিয়া দায়রা শাখা ও আল ওখারা দায়রা শাখা সমূহে বার্ষিক ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) ও তরিকত মাহফিলে নায়েব সাজ্জাদানশীন (মঃ) ছাহেব অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত মাহফিল সমূহে উপস্থিত ছিলেন সমন্বয়কারী ও আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী। এছাড়া কাতার কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভাপতি, জনাব মাহবুবুর আলম, সাধারণ সম্পাদক, কাজী জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর, কোষাধ্যক্ষ, মুহাম্মদ মনসুর, দারুত-তায়ালীম প্রতিনিধি, মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন চৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক, মুহাম্মদ আজাদ, দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ শাহেদ মিয়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুহাম্মদ এমরান, আলহাজ্ব আবদুল আলীম, মুহাম্মদ মামুন তালুকদার, কাজী শামশুল আলম, আবদুল করিম, মওলানা সৈয়দ ফোরকান উদ্দীন, কাজী ইরফান পারভেছ, মুহাম্মদ পেয়ারু, মুহাম্মদ জুয়েলসহ শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তা, সদস্য ও আশেক-ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়ার মিরাজুন্নবী (সঃ) মাহফিলে সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) বলেন-

"নামাজ হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মেহরাজ।"

"নামাজ হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মেরাজ। নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্তায়ালার দীদার নসিব হয়।" তিনি আরো বলেন- "আর আজ এই মহান দিনে আল্লাহ্র হাবীব ছরকারে-দু-আলম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মহান আল্লাহ্ রাব্বুলআলামীন থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এই মহান নেয়ামত নিয়ে আসেন। তাই এই মেরাজের রজনী অত্যান্ত বরকতময় রজনী।" গত সোমবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে পবিত্র মিরাজুন্নবী (সঃ) মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে আওলাদের রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মঃ) এসব কথা বলেন।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর রওজা শরীফে বাদে আছর আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে মিরাজুন্নবী (সঃ) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব আলী আসগর চৌধুরী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভূঁইয়া ও চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আহসানুল হক বাদল।

মাহফিলে কোরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা পেশ করেন, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদিয়া ওলামা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু মুছা। এছাড়া আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) ফটিকছড়ি-রাউজান-হাটহাজারী উপজেলা, থানা কমিটি, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটির সদস্যসহ অসংখ্য আশেক, ভক্ত ও মুরীদানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়ার দারুত তায়ালীম কর্মশালা অনুষ্ঠিত

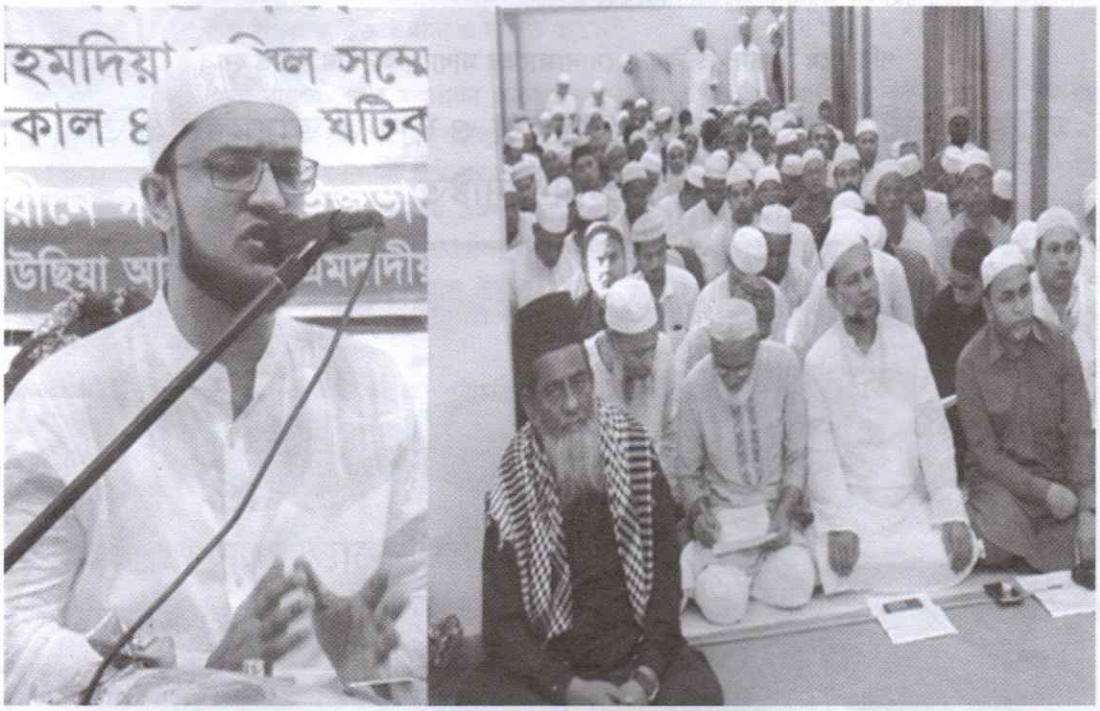

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া দারুত তায়ালীম কর্মশালায় বক্তব্য পেশ করছেন- নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:জি:আ:)

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর দারুত তায়ালীম কর্মশালা গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে বিগত ২৬শে জিলকদ্ ১৪৩৯ হিজরী, ২০শে আগস্ট রোজ রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আলী আকবর মাষ্টারের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (স:) ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আওলাদে রাসুল (স:) নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

আওলাদে রাসুল (স:) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) এঁর অনুমোদনক্রমে প্রতি বছরের ন্যায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এঁর চন্দ্র বার্ষিকি ওরশ শরীফ উপলক্ষে দারুত তায়ালীম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় সমগ্র বাংলাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্য থেকেও দায়িত্ব প্রাপ্ত দারুত তায়ালীম প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয়া কার্যকরী সংসদ, জেলা ও গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দারুত তায়ালীম প্রতিনিধিদের কর্মদক্ষতা, কর্মকৌশল বৃদ্ধির লক্ষে এবং ইসলামী শরীয়তের হুকুম আহকাম ও ত্বরীকতের বিভিন্ন দিক নির্দেশনার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন- দারুত তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী।

পরিশেষে মিলাদ, জিকির ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া ওলামা ও দারুত তায়ালীম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

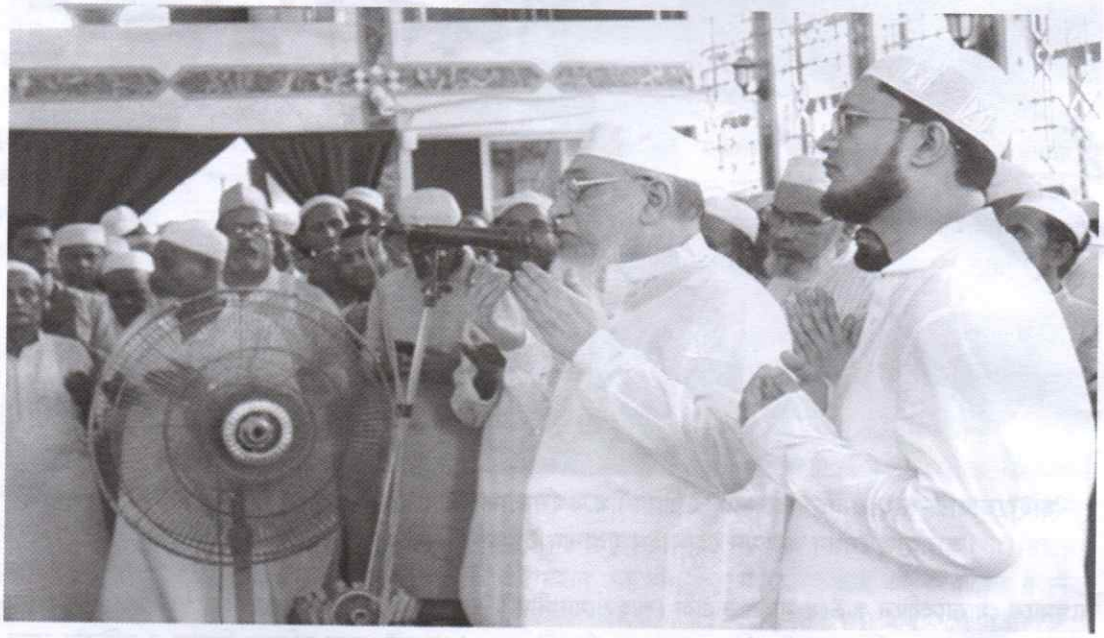

ওলামা ও দারুত তায়ালীম সম্মেলনে মোনাজাত পেশ করছেন আওলাদে রাসুল (দ.) সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর অঙ্গ সংগঠন গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামালা কমিটির উদ্যোগে ওলামা ও দারুত তায়ালীম সম্মেলন গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এঁর পবিত্র রওজা শরীফে ২৭শে জিলকদ্ ১৪৩৯ হিজরী,

২১শে আগস্ট ২০১৭ ইংরেজী রোজ সোমবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব অধ্যাপক মওলানা আলী আজগরের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (স:) ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি, হযরতুলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আওলাদে রাসুল (স:) নায়েব সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

প্রতি বছরের ন্যায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) এঁর ২৭ জিলকদ্ চন্দ্র বার্ষিকী ওরশ শরীফ উপলক্ষে উক্ত ওলামা ও দারুত তায়ালীম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনে সমগ্র বাংলাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্য থেকেও দায়িত্ব প্রাপ্ত দারুত তায়ালীম প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ওলামা কমিটির কর্মকর্তা হযরতুলহাজ্ব আল্লামা আবু জাফর ছিদ্দিকী, হাফেজ মওলানা আবু মুছা, মওলানা এনাম রেজা আল কাদেরী, মওলানা হাবিবুল্লাহ, ডা: জাফর আহমদ, মওলানা আলী আকবর মুন্সী এবং আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের জনাব এনামুল হক বাবুল, আলী আজগর চৌধুরী, আলহাজ্ব মহিউদ্দীন এনায়েত, জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভূঁইয়া ও চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের এ. এম কামাল উদ্দীন, আবুল কাশেম, চট্টগ্রাম মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মিলাদ, জিকির শেষে পবিত্র রওজা শরীফে আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন, আওলাদে রাসুল (স:) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:)।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন ও সংরক্ষণ

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া'র বৃক্ষ রোপন, বিতরণ ও সংরক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন-

"মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম উপাদান হচ্ছে গাছ।"

মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অন্যতম উপাদান হচ্ছে গাছ। গাছের বাতাসের মাধ্যমে মানুষের শ্বাস প্র:শ্বাস সঞ্চালিত হয়। পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে গাছ লাগানোর কোন বিকল্প নাই। গাছ লাগানো স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হওয়া যায়। এই আল্লাহ্র নেয়ামতের শুকরিয়া সমগ্র মানব জাতিকে করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ থেকে তরুণ সমাজকে দূরে রাখার জন্য এই সমস্ত মানব কল্যানের কাজে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।" বৃক্ষ রোপন, বিতরণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠানে বক্তাগণ এসব কথা বলেন।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে এবং

চন্দনাইশ উপজেলা কার্যকরী সংসদের সহযোগিতায় গত ৩০-০৭-২০১৬ তারিখ সকাল ১১ টায় রজভিয়া আজিজিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্‌রাসার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) জন লোককে প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন ও বিতরণ করা হয়।

জেলা দারুত তায়ালীম জনাব মওলানা আবুল মনসুরের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নাতে রাসুল (স:) পাঠ ও শানে গাউছিয়া পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রজভিয়া আজিজিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হযরতুলহাজ্ব মওলানা মুফতি আহমদ হোসাইন আল কাদেরী।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদক, জনাব হুমায়ন কবির চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ, জনাব এ এম কামাল উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব জাহাংগীর আলম চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক, জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, জনাব আবুল কাসেম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জনাব নুরুল কবির এবং চন্দনাইশ উপজেলা কার্যকরী সংসদের জনাব মুহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, জনাব হাবিবুর রহমান, জনাব মুহাম্মদ নরুদ্দীন, জনাব বুদুরোস মিয়া, জনাব তফাজ্জল হোসেন, পটিয়ার জনাব লিয়াকত আলী, আনোয়ারার ডা: মুহিউদ্দীন খান এবং চন্দনাইশ, পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলার বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা, মাদ্‌রাসার শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিবর্গগণ উপস্থিত ছিলেন ।

পরিশেষে মিলাদ, জিকির ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ এমদাদীয়া বোয়ালখালী উপজেলা কমিটির বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন-

"বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে চাই।"

পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় বৃক্ষ রোপনের বিকল্প নাই। বর্তমানে বাংলাদেশের জলবায়ু মোবাবেলার জন্য প্রত্যেককে যার যার অবস্থান থেকে বৃক্ষরোপন করতে হবে। অন্যতায় এই বাংলাদেশ একদিন জলবায়ুর ছোবল থেকে রক্ষা পাবে না। তাই আমাদের বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে হবে। আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) বোয়ালখালী উপজেলা কার্যকরী সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত বৃক্ষ রোপন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচি-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা আরো বলেন- মানুষের জন্য পৃথিবীতে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতরাজীর অন্যতম হচ্ছে গাছ। যা আমাদের জীবনধারণ, বসবাস ও খাদ্যযোগানে সহায়তা করে। সাথে এ গাছ সবসময় মহান আল্লাহ্‌র জিকিরে রত থাকে। জিকির রত গাছের পরিচর্যা করে পূণ্যও অর্জন করতে পারি।

আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) কর্তৃক গৃহীত মানব কল্যানের অংশ হিসাবে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) এর প্রত্যেক শাখা কমিটিতে এই কর্মসূচী পালন করা হয়।

বোয়ালখালীর উত্তর গোমদন্ডী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করার পর উপস্থিত প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থীরকে ২০০০ ফলদ, বানজ ও ঔষধি গাছের চারা বিরতণ করা হয়।

উত্তর গোমদন্ডী উচ্চ বিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে জনাব মুহাম্মদ আবদুল করিমের পরিচালনায় পবিত্র কোনআন তিলাওয়াত, নাতে রাসুল (স:) ও শানে গাউছিয়া পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান কর্মসূচী শুরু করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, বোয়ালখালী উপজেলা কার্যকরী সংসদের সভাপতি জনাব আবদুস সালাম। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের দারুত তায়ালীমের প্রতিনিধি ও স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর এভিপি, জনাব মওলানা আবুল মনছুর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বোয়ালখালী উপজেলা কার্যকরী সংসদের জনাব আইয়ুব মেম্বার, জনাব ইউসুপ মাষ্টার, আবদুল মাবুদ সুজন, উত্তর গোমদন্ডী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এ.কে.এম. হারুন, গোমদন্ডী দায়রা শাখার জনাব নজুমিয়া তালুকদার, ইউসুপ চৌধুরী ও উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাথী, স্থানীয় জনগণ এবং সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া বোয়ালখালী উপজেলা কমিটির বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী-১৭

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আওলাদে রাসুল (সঃ) সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর এই মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল সম্মেলন কক্ষে গত ৫ সেপ্টেম্বর;১৭, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ বারের মতো এ মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার ৯২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্কুল পর্যায়ের ৪৪৬ জন ও মাদ্‌রাসা পর্যায়ের ২০৩ জনসহ মোট ৬৪৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

সকাল ১১ টায় মাইজভান্ডারী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আওলাদে রাসুল (সঃ) নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:), মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ারম্যান ও

ইন্টারপোর্ট শিপিং এজেন্ট লিমিটেডের পরিচালক ক্যাপ্টেন সৈয়দ সোহেল হাসনাত, ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক, আলহাজ্ব জহিরুল ইসলাম চৌধুরী আলমগীর, ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সৈয়দ ফজলুল কাদের, সৈয়দা ইসরাত জাহান হক, সৈয়দা নিশাত জাহান হক, সৈয়দা রিফাত জাহান হক, শারমিন খানম, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সচিব আলহাজ্ব সৈয়দ আবু তালেব, দারুত তালীমের প্রধান শিক্ষাক, আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সিদ্দিকী, দপ্তর ও পাঠাগার সম্পাদক, আলী আজগর চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক, মহিউদ্দীন এনায়েত, আইন বিষয়ক সম্পাদক, আবদুল মতিন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, অধ্যাপক মেজবাউল আলম ভূঁইয়া শৈবাল, চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদের সাধারণ সম্পাদক, হুমায়ন কবির চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ, এ এম কামাল উদ্দীন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক, আহমদ কবিরসহ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যরা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম:) বলেন, শিক্ষার্থীরা মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মেধার বিকাশ ঘটাবে।

"তাজে দো বুদাহ বদস্তে ছরওয়ারে পয়গাম্বরান।
এক নেহাদা বরছারে শাহ্ আহমদ উল্লাহ বেগুমান।।"

খাজা আকবরীয়া ফার্নিচার মার্ট

প্রোঃ দোস্ত মুহাম্মদ
মোবাইল : ০১৮১৭-২০২৬০২

সবরকম প্রকার ফার্নিচার ও গাহ বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যে কোন অনুষ্ঠানে কার, মাইক্রো, হাইস ও নোহা ভাড়া দেওয়া হয়।

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদিয়া খেদমত কমিটি, নতুনহাট শাখা
নোয়াজিষপুর, নতুন হাট, কাচাঁ বাজার, রাউজান, চট্টগ্রাম।

"গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী নুরছে আজব খেলে।
নুরছে আপনা বদন বানায়া নুরছে রোশনী জ্বলে।।"

আবিদ এন্ড আনিকা টিম্বার হাউস

প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মদ আনিস
মোবাইল : ০১৮১৫-৫২৪৫২২

যাবতীয় কাঠ খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

নুর মোহাম্মদ মার্কেট, দক্ষিণ ধর্মপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

আমরা শোকাহত!

শোক সংবাদ

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া) গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের-সর্ব জনাব মুহাম্মদ আবদুল খালেক বয়াতি, মিয়ারচর শাখা, জনাব মুহাম্মদ সৈয়দ চোকদার, নরসিংহপুর শাখা, মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মাল, দঃ তারাবুনিয়া শাখা, জনাব মুহাম্মদ মনসুর গাজী- খুনেরচর শাখা, শরীয়তপুর। জনাব হাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মাস্তান, সভাপতি মুন্সিগঞ্জ জেলা কমিটি, জনাব মুহাম্মদ আলী আশরাফ মাষ্টার, গাজীপুর জেলা কমিটি। জনাব শায়েস্তা মিয়ার মাতা, জনাবা রুপজান বিবি, আলুতল শাখা সিলেট। জনাব মুহাম্মদ শহীদ ঢালী, সহ সভাপতি-নিলকমল মাঝিকান্দা শাখা, চাঁদপুর। জনাব মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, দুধমুখা শাখা ফেনী। জনাব মুহাম্মদ হোসেন মীর, কুমিল্লা জেলা কার্যকরী সংসদ। মোছাম্মৎ হাছান বানু (লায়লার মা) তুলাতলী দায়রা শাখা, কুমিল্লা। জনাব মুহাম্মদ ইউনুছ মিয়া, মোগলটুলী শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর। জনাব আবুল কালাম সওদাগর, সভাপতি-নাজিরহাট দায়রা শাখা, ফটিকছড়ি। জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, আউটফল শাখা, ঢাকা। মোছাম্মৎ আম্বিয়া খাতুন, রুপাতলী শাখা, বরিশাল। জনাব মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, চাকফিরানী দায়রা শাখা, লোহাগাড়া, মোছাম্মৎ মনজুরা খাতুন, নোয়াজিষপুর শাখা, রাউজান। জনাব মুহাম্মদ আমির হোসেন, সরাইল, বি,বাড়ীয়া জনাব মুহাম্মদ নুরুল আফছার সিকদার, শাহারবিল শাখা, চকরিয়া। আলহাজ্ব আবদুল হালিম চৌধুরী, সভাপতি, তেকোটা দায়রা শাখা, আনোয়ারা। জনাব মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব শেখ, আপাশী দায়রা শাখা, মাদারীপুর। মোছাম্মৎ বেলোয়া খাতুন, পশ্চিম মোহরা শাখা, মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন, মোহরা দায়রা শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর। মুহাম্মদ কফিল উদ্দিন, সোহালা দায়রা শাখা, আছিয়া বেগম, বাদাঘাট শাখা, আবদুল মান্নান, মানিগাঁও দায়রা শাখা, সুনামগঞ্জ। জনাব-মুহাম্মদ মুছা, হাইদগাঁও দায়রা শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ বদিউল আলম, ইশ্বর খান ইন শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম; আফরোজা খাতুন, ঢালীপাড়া শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ নাদের মিয়া, রহমতপুর শাখা, জোবাইদা খাতুন, বাদুরতলী শাখা বরিশাল; খাদেম নজরুলের মাতা, ধর্মপুর শাখা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; রওশন আলী, আউটফল দায়রা শাখা, ঢাকা, নুরুল ইসলাম বাবুল, ঢালকাটা শাখা ফটিকছড়ি, মোছাম্মৎ তামান্না, মুলাদী শাখা, বরিশাল, আফছার আহমদ কোতোয়ালপুর শাখা, সিলেট; সহিদুল ইসলাম রাড়ী, নরসিংহপুর শাখা, শরীয়তপুর। আছগর আলী হাওলাদার, চামটা দায়রা শাখা নেয়ামতি, বরিশাল। মোছাম্মত হোসনে আরা বেগম, দক্ষিন বীজবাগ শাখা, সেনবাগ, নোয়াখালী। মুহাম্মদ রুস্তম আলী হাওলাদার, রুপাতলী দায়রা শাখা, বরিশাল। আবদুর রব, দুধমূখা শাখা, দাগনভূঁইয়া, ফেনী। মোছাম্মৎ রহিমা বেগম, মসজিদিয়া শাখা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। সাইফুল ইসলাম (নিশান),খিতাপচর দায়রা শাখা, চট্টগ্রাম। মুহাম্মদ মুসা, পূর্ব শাকপুরা শাখা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম। মোছাম্মৎ হাছান বানু (লায়লার মা) তুলাতলী দায়রা শাখা, কুমিল্লা। মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, চাকফিরানী দায়রা শাখা, লোহাগাড়া। মোছাম্মৎ মনজুরা খাতুন, নোয়াজিষপুর দায়রা শাখা, রাউজান, চট্টগ্রাম; আরো আশেকানে গাউছে মাইজভাণ্ডারীগণের পরলোকগমনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাইতেছি আন্তরিক সমবেদনা এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

সৌজন্যে–

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্ এমদাদীয়া)

কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি,

গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠন।